CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-15 ■ 19 October, 2025 ■ আগরতলা ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ১ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

১০ দিনে বিপুল পরিমানে মাদক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১৬

মাদক বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাফল্যে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা পুলিশ রাজ্যজুড়ে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করেছে। গত ১০ দিনের ধারাবাহিক অভিযানে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে একাধিক এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণে মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরা পুলিশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

আজ সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ১০ দিনের সময়কালে মোট ১৫টি এনডিপিএস মামলা দায়ের হয়েছে এবং মাদক পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যের পরিমাণ নিম্নরূপ, গাঁজা: ৮৯৬ কেজি, কফ সিরাপ বোতল: ৯০,৬১৭টি, ইয়াবা ট্যাবলেট: ১৮০টি এবং হেরোইন: ২৭.৭৮ গ্রাম।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে তারা 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে এবং এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত মূলচক্রকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলেছে।

ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, যুব সমাজকে মাদকমুক্ত ভবিষ্যৎ উপহার দিতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই অভিশাপ দূর করতে সব ধরনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

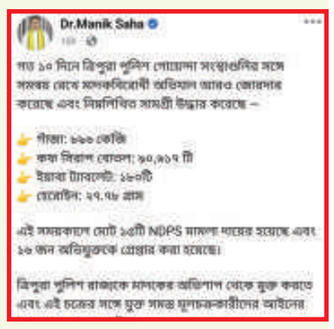

এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

অপারেশন সিন্দুর প্রমাণ স্বনির্ভর ভারতের শক্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজকের স্বনির্ভর ভারত চুপ করে বসে থাকে না, বরং অপারেশন সিঁদুর, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও এয়ারস্ট্রাইকের মতো উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম। তিনি বলেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' ছিল ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতার বাস্তব উদাহরণ, যেখানে এপ্রিলে পাহেলগামে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে নির্ভুল আঘাত হানার মাধ্যমে শতাধিক জঙ্গিকে নিধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে ভারতের সামনে সন্ত্রাসবাদ, নারী সুরক্ষা ও নীতিগত অচলাবস্থার মতো বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু গত ১১ বছরে দেশ এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করেছে এবং একটি আত্মনির্ভরশীল, আত্মবিশ্বাসী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি জানান, "স্বনির্ভর ভারত এখন শুধু প্রতিরক্ষায় নয়, অর্থনীতিতেও বিশ্বের সামনে এক শক্তিশালী উদাহরণ তৈরি করেছে।"

কোভিড-১৯ অতিমারির সময় যখন বিশ্বের বহু দেশ ভারতের ভবিষ্যত নিয়ে সন্দিহান ছিল, তখন ভারত সকলকে ভুল প্রমাণ করে দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন মোদি। এরপর ইউক্রেন যুদ্ধের মতো বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও ভারত গড়ে ৭.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি ধরে রেখেছে, যা এক বড় সাফল্য বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত অর্থবছরে ভারতের কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪.৮ লক্ষ কোটি টাকা। পাশাপাশি তিনি জানান, ১৭ বছর পর আন্তর্জাতিক সংস্থা এস অ্যান্ড পি ভারতের ক্রেডিট রেটিং বাড়িয়েছে এবং গুগল ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে ১৫ বিলিয়ন বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য প্রতিনিধিদল নিয়ে এসেছেন, যা প্রমাণ করে বিশ্ব আজ ভারতকে দায়িত্ববান অংশীদার হিসেবে দেখে। মোদি বলেন, "বিশ্ব বিনিয়োগের একটি স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে ভারত। অনিশ্চয়তার প্রান্তেই নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলছে ভারতের জন্য।"

দীপাবলী উৎসব

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু দীপাবলি উপলক্ষ্যে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল বলেন, আলোর উৎসব দীপাবলির তাৎপর্য হচ্ছে অন্ধকার সরিয়ে আলোর বিজয়, অশুভ শক্তি এবং অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে শুভ শক্তি ও জ্ঞানের বিজয়। এই উৎসব যেন আমাদের হৃদয়কে জ্ঞান, করুণা ও আশার আলোয় ভরিয়ে দেয়। তিনি এই উৎসবকে পরিবেশবান্ধব উপায়ে নিরাপদভাবে উদযাপন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি কামনা করেন, এই উৎসব যেন সকলের জীবনে আনন্দ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য নিয়ে আসে এবং রাজ্যের সকল নাগরিকদের মধ্যে যেন একতা, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এদিকে, দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন- ''আলোর উৎসব দীপাবলি আমাদের চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক। দীপাবলির পবিত্র আলোকশিখা জীবনের সমস্ত যন্ত্রণাকে দূর করে নব আলোকে উদ্ভাসিত করুক এটাই আমাদের প্রার্থনা।

আত্ম-নির্ভরতায় এবং উন্নয়নের জয়যাত্রায় আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আলোর উৎসব আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে চলুক। দীপাবলির আলোকশিখা ঘরে ঘরে প্রজ্জ্বলিত হোক সুখ সমৃদ্ধির কামনায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দীপাবলীতে বন্ধ আগরতলা ধর্মনগর, সাব্রুম ডেমু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। দীপাবলির আগে রাজ্যের যাত্রীদের জন্য এক দুঃসংবাদ। পূর্ব রেল দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ থেকে আগামী ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে আগরতলা-সাব্রুম-আগরতলা এবং আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা ডেমো ট্রেন পরিষেবা।

রেল দপ্তরের তরফ থেকে জানানো গেছে, আজ থেকে আগামী ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত ৭৫৬৮৮/৭৫৬৮৭ নম্বরের আগরতলা-সাব্রুম- আগরতলা এবং ০৭৬৪০/০৭৬৩৯ নম্বরের আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়া ফেন্সিডিল কান্ডে নয়া মোড় উদ্ধার আরও এসকফের বোতল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / তেলিয়ামুড়া, ১৮ অক্টোবর।। জিরানিয়া রেলস্টেশনে কোটি কোটি টাকার কফ সিরাপ (এস্কফ) উদ্ধারের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ উদ্ধার হল আরও প্রচুর এসকফের বোতল। অভিযোগ, দিনভর পুলিশের চাপানোত্তরের পর অবশেষে খোলা হল এসকফের প্যাকেটগুলো।

সূত্রের খবর, আজ জিরানিয়ায় স্থানীয় একটি গোডাউনে রাখা ছিল কয়েকটি বড় বস্তা। সেগুলির উপরিভাগে ছিল ওয়ান টাইম প্লেট ও পুরনো ডেকোরেশনের কাপড়। তবে ভিতরে গচ্ছিত ছিল চোরাচালানযোগ্য কফ সিরাপের বোতল ভর্তি কার্টুন। এই ঘটনাকে ঘিরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে জিরানিয়া এলাকা। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন, এরকম বড় মাপের চালান কীভাবে রেলস্টেশন হয়ে শহরে প্রবেশ করল, এবং এতদিন তা কীভাবে লুকিয়ে রাখা সম্ভব হল? বস্তুত, এত বড় মজুদের পেছনে স্থানীয় প্রভাবশালীদের যোগসাজশ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা শুরু করেছে একাংশ। এদিকে গোটা চোরাচালান চক্রের পেছনে থাকা মূল হোতাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

অপরদিকে, তেলিয়ামুড়া মহকুমায় নেশা বিরোধী অভিযানে পুলিশের বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। শনিবার ভোররাতে হদ্রাই এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৫০০ বোতল ফেন্সিডিল ও এসকফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নেশা সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এই বিশেষ অভিযানের নেতৃত্ব দেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কৃষাণ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে এবং টি.এস.আর ষষ্ঠ বাহিনীর জওয়ানরা।

অভিযানটি গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যার মাধ্যমে নেশা দ্রব্য পাচারের একটি বড় চক্রের হদিস মিলেছে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এজিএমসিতে নতুন ৪টি পিজি আসনের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরার চিকিৎসা শিক্ষাক্ষেত্রে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন ৪টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আসনের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় চিকিৎসা কমিশন। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, নতুন অনুমোদিত পিজি আসনগুলি হলো, এমডি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতির বিষে ধানক্ষেত নষ্ট হওয়া কৃষকের পাশে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ এক কৃষক, দুর্গা মুন্ডার চাষযোগ্য জমি পরিদর্শন করেন, যার ধানক্ষেত সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে। মন্ত্রী কৃষককে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

মন্ত্রী দুর্গা মুন্ডার ধানক্ষেত পরিদর্শন করেন, যা ধ্বংসাত্মক হার্বিসাইড ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। খবর পাওয়া মাত্রই কৃষিমন্ত্রী নিজে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা করেন এবং দপ্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন।

পরে মন্ত্রী বলেন, কৃষকরা ভগবান এর মতো, কারণ তারা রাজ্য ও দেশের মানুষের খাদ্যের জোগান দেওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন।

তিনি বলেন আমি দৈনিক খবরের কাগজ ও সামাজিক মাধ্যমে দেখেছি যে ঈশানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কিছু দুষ্কৃতিকারী ধানক্ষেতে বিষ প্রয়োগ করেছে, যার ফলে জৈনিক কৃষকের প্রায় ৮০ শতাংশ ধানের জমি নষ্ট হয়েছে। কৃষকের জমিতে কোনো সমস্যা বা ক্ষতি হয়, আমাদের সরকার ও দপ্তর সবসময় সহায়তা করে থাকে। যদিও তার প্রধান মন্ত্রী ফসল বীমা করা নেই, তবুও আমরা তাকে সবধরনের সাহায্য করব। সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে সর্বোচ্চ সহায়তা দেওয়া হবে। কয়েকদিন আগে আমি এখানে এসে ধান রোপণ করেছিলাম এবং ফসল ভালোই ফলেছে। আমাদের অবশ্যই দোষীদের চিহ্নিত করতে হবেঅন্যের ক্ষতি যারা করে, তাদের খুঁজে বের করা সমাজের দায়িত্ব।

মন্ত্রী আরও জানান, কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেল স্টেশনে পরিচয়হীন ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। আজ সকালে বাধারঘাট রেলস্টেশনের পার্সেল কাউন্টারের সামনে একটি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয়রা জানান, প্রায় চার ঘন্টারও বেশি সময় ধরে দেহটি ওই স্থানে পড়েছিল, অথচ পুলিশ বা রেল কর্তৃপক্ষ তেমন কোনও তৎপরতা দেখায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, বিষয়টি স্টেশন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে জানানো হলেও দীর্ঘ সময় ধরে শুধু তালবাহানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিশুকন্যার পর তৈদুতে বৃদ্ধাকে ধর্ষণ ও খুন

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরার উত্তর জেলার পানিসাগরে এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুন করে মাটিচাপা দেওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের নারকীয় ঘটনা সামনে এল অমরপুরের তৈদুতে। ১৬ অক্টোবর রাতে এক ৭২ বছর বয়সি বৃদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি শাসক বিজেপি জোটের একজন সক্রিয় কর্মী বলেই দাবি করেছে প্রদেশ কংগ্রেস।

ঘটনার পর প্রথমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হলেও, স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। জনরোষে অভিযুক্ত গণপিটুনির শিকার হয় এবং পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আবারও প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। তাদের দাবি, একের পর এক নারীঘটিত অপরাধ, ধর্ষণ, খুন এবং মাদকের রমরমা কারবার প্রমাণ করে দিচ্ছে, রাজ্যের সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং অপরাধীরা ভয়হীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মনুবাদী নারী বিদ্বেষী মানসিকতার পৃষ্ঠপোষকতায় আজ রাজ্যজুড়ে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। সরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সুশাসন নিয়ে কটাক্ষ জিতেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। মাত্র ১৪ মাসের এক নিষ্পাপ শিশু পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে। সমাজের অবক্ষয় কোন স্তরে পৌঁছেছে, এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পানিসাগরে ধর্ষণ এবং খুন হওয়া ১৪ মাসের শিশু কন্যার বাড়িতে গিয়ে এমনটাই বললেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, মাত্র ১৪ মাসের এক নিষ্পাপ শিশু পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে। সমাজের অবক্ষয় কোন স্তরে পৌঁছেছে, এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও এধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটছে। এর পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, গতকালও রাজ্যে ৭২ বছরের এক বৃদ্ধা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। অথচ রাজ্য সরকার কেবল স্লোগান দিয়ে চলেছে ''বেটি বাঁচাও'' বা 'নারীর ক্ষমতায়ন' বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বিজেপি সরকারের তথাকথিত 'সুশাসন' কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। শিশুদেরও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি জমি ব্রহ্মোসের আওতায় রাজনাথ

লখনউ, ১৮ অক্টোবর ।। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শনিবার স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, 'অপারেশন সিঁদুর' ছিল শুধু একটি ট্রেলার, প্রয়োজনে আরও বড় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। লখনউতে ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস ইউনিটে তৈরি প্রথম ব্যাচের ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের 'ফ্ল্যাগ অফ' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি জমি আমাদের ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় রয়েছে।" তিনি বলেন, "'অপারেশন সিঁদুর' প্রমাণ করেছে যে জয় আমাদের কাছে এখন একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেটি একটি মোড় ঘোরানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের অভাবে কৈলাসহর কলেজে পঠন পাঠন বন্ধ, ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৮ অক্টোবর।। বিগত তিন দিন ধরে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে (কৈলাসহর কলেজ) কার্যত পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার অভাবে কলেজে ক্লাস না হওয়ায় প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রীরা শূন্য হাতে বাড়ি ফিরছেন। জানা গেছে, কলেজের অধ্যক্ষসহ সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে স্নাতক স্তরের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজে। উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে। ফলে কলেজে বর্তমানে কেবল একজন অধ্যাপিকা রয়েছেন, যিনি একা গোটা কলেজের ক্লাস চালাতে অসম্ভব বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে, কলেজের গেস্ট লেকচারারদের সেপ্টেম্বর মাসে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন করে কাউকে নিয়োগ না করায় তাঁরাও কলেজে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম একপ্রকার পুরোপুরি থমকে গেছে।

আঠারো অক্টোবর, শনিবার সকাল ৯টা থেকে কলেজ খোলা থাকলেও দুপুর ১২:৩০ পর্যন্ত শুধুমাত্র এডুকেশন বিষয়ের ক্লাস হয়েছে। ইকোনমিক্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সংস্কৃত এবং ফিলোসফি বিভাগের শ্রেণীকক্ষ তালাবদ্ধ ছিলো।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, দূর-দূরান্ত থেকে তারা প্রতিদিন খরচ করে কলেজে এলেও কোনও শ্রেণি না হওয়ায় সময় এবং অর্থ দুই-ই অপচয় হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কলেজে পঠন-পাঠনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যু !

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ অক্টোবর।। ধর্মনগর রাজবাড়ি দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা ও টিএসআর-এর ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের রাইফেলম্যান দুলাল চন্দ্র দেবনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

সূত্রে জানা গেছে, কর্মসূত্রে দুলালবাবু খোয়াই জেলার রামচন্দ্রঘাটে অবস্থিত ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজ কোয়ার্টারে বসে টিফিন খাওয়ার সময় হঠাৎই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিমকোর্টের রায়ে সংকটে সিনিয়ার শিক্ষকদের চাকরি, রায় পুনর্বিবেচনার দাবিতে হগব'র মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর।। দেশের শীর্ষ আদালতের এক সাম্প্রতিক রায়ে ত্রিপুরার বহু সিনিয়র শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি আজ সঙ্কটের মুখে। সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যেন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে, এই দাবিতে আজ আগরতলা শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলেন বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক বাম শিক্ষক নেতা বলেন, গত ১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। রায়ে বলা হয়েছে যেসব সিনিয়র শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ এখনো পাঁচ বছরের বেশি রয়েছে, তাঁদের বাধ্যতামূলকভাবে আগামী দুই বছরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ
আগরতলা,১৯ অক্টোবর, ২০২৫ ইং
১ কার্তিক, রবিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

এয়ারফোর্সের তালিকায় তৃতীয় স্থানে ভারত

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত যে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে তাহার প্রমান মিলিয়াছে। ইতিমধ্যেই ভারত বিমান বাহিনীর শক্তিতে চীনকে টপকাইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেই নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সহ নানা দিক দিয়া ভারতের অগ্রগতি সর্বজন স্বীকৃত। ভারত সরকার নির্ধারিত লক্ষ ণিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহার সফল ইতিমধ্যেই মিলিতে শুরু করিয়াছে। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন কলহ নাই বলিলেই চলে। ইহাই ভারতকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে।

ওয়ার্ল ডিরেক্টরি অফ মডার্ন মিলিটারি এয়ারক্রাফ এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুসারে, বিমান বাহিনীর শক্তিতে ভারত এবার চিনকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। এই রিপোর্ট অনুসারে, আমেরিকা এবং রাশিয়ার পরেই ভারতের বিমান বাহিনী এখন বিশ্বের তৃতীয় সবচেয়ে শক্তিশালী বিমান বাহিনী হিসেবে বিবেচিত হইতেছে। উল্লেখ্য যে, চিনের কাছে ভারতের তুলনায় বেশি যুদ্ধবিমান থাকিলেও ভারতীয় বিমান বাহিনীকে আরও আধুনিক এবং প্রস্তুত বলিয়া মনে করা

হইয়াছে।সাম্প্রতিক অপারেশন সিঁদুরে ভারতের প্রস্তুতির এক ঝলক দেখা গিয়াছে। যেখানে ভারতীয় বিমান বাহিনী রীতিমতো পাকিস্তানের ঘুম উড়াইয়া দিয়াছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনস লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই জানাইয়াছেন যে, অপারেশন সিঁদুরের সময়ে এল ও সিতে-১০০ জন জঙ্গি খতম

হইয়াছিল এবং কমপক্ষে ১২ টি বিমান ধ্বংস করা হয়।প্রতি বছর বিশ্বজুড়িয়া বিমান বাহিনীর শক্তি মূল্যায়ন করে। এই র‍্যাঙ্কিং কেবল বিমানের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করিয়া হয় না। বরং, এটি যুদ্ধ শক্তি, প্রতিরক্ষা ক্ষমতা, লজিস্টিক সাপোর্ট, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিও বিবেচনা করে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী চিন থেকে অস্ত্র কেনার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের দিক থেকে ভারত তাহার চাইতে এগিয়ে।

চিন তাহার এয়ারফোর্স ফ্লিট আপগ্রেড এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি ডেভেলপ করিবার ক্ষেত্রে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করিতেছে। অন্যদিকে, ভারত কেবল যন্ত্রপাতির ওপরেই নয়, বরং পাইলট প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির ওপরেও জোর দিতেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর শক্তির পেছনে আসল কারণ হইল উন্নত প্রশিক্ষণ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা এবং সুনির্দিষ্ট আক্রমণ চালানোর ক্ষমতা। ৩ টি বাহিনীর (স্থল, সমুদ্র এবং আকাশ) মধ্যেও ভালো সমন্বয় রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় এই অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে, রাশিয়ার ক্ষেত্রেও বিপুল বিমান রহিয়াছে। তবুও তাহারা ইউক্রেনের ওপর আকাশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেনি। অন্যদিকে, ২০২৫ সালে মাত্র ৪ দিনের মধ্যে ইরানের ওপর আকাশপথে আধিপত্য অর্জন করিয়াছে ইজরায়েল। কারণ, তাহাদের পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তি উন্নত ছিল।

সহনশীলতার পথে ভারত বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ার এক অদম্য প্রয়াস

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী

ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ আজ এক ঐতিহাসিক রূপান্তরের পথে, যে রূপান্তর দেশের পরিবহন, বাণিজ্য ও লজিস্টিক পরিসরের মানচিত্রই বদলে দিতে চলেছে। 'মেরিটাইম অমৃতকাল ভিশন ২০৪৭'-এর অন্তর্গত সরকারের লক্ষ্য এখন স্পষ্ট নদীভিত্তিক নৌপরিবহন ব্যবস্থায় আত্মনির্ভরতা ও আধুনিকতার যুগ আনা।

সম্প্রতি গঙ্গার তীরে পাটনা ও বারাণসীতে জাহাজ মেরামত কেন্দ্র (শিপ রিপেয়ার ফ্যাসিলিটি) চালুর ঘোষণা, এবং ব্রহ্মপুত্র (জাতীয় জলপথ—২) ও বরাক নদী (জাতীয় জলপথ—১৬)—এর জন্য গুয়াহাটির পাণ্ডুতে আসন্ন জাহাজ মেরামত কেন্দ্র এই উদ্যোগগুলি কেবল পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, বরং ভারতের অভ্যন্তরীণ জাহাজ চলাচলে আত্মনির্ভরতার এক বিরাট পদক্ষেপ।

বন্দরের, নৌপরিবহন ও জলপথ মন্ত্রকের অধীনস্থ ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া এই রূপান্তরের নেতৃত্ব দিচ্ছে। জাতীয় জলপথ জুড়ে টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে তারা এক নতুন যুগের সূচনা করছে।

পাটনা ও বারাণসীর জাহাজ মেরামত কেন্দ্র চালু হলে গঙ্গার অববাহিকায় চলাচলকারী মালবাহী জাহাজ থেকে যাত্রীবাহী ফেরি সব ধরনের জলযানই আধুনিক মেরামত পরিষেবা পাবে। এতদিন যেসব জাহাজকে দূরবর্তী উপকূলীয় ডক পর্যন্ত যেতে হত, এখন সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ হবে নদীতীরেই। এতে সময় ও ব্যয়ের সাশ্রয় হবে, পাশাপাশি বাড়বে স্থানীয় কর্মসংস্থান, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও নদীপথ ঘিরে শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা।

পাণ্ডুর জাহাজ মেরামত কেন্দ্রটি উত্তর—পূর্ব ভারতের জন্য এক প্রাণশক্তি হয়ে উঠবে। চালু হলে ব্রহ্মপুত্র ও বরাক নদীপথে চলাচলকারী সরকারি ও বেসরকারি উভয় জলযানের রক্ষণাবেক্ষণ এখান থেকেই সম্ভব হবে। এর ফলে বাংলাদেশ ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরও দৃঢ় হবে। 'অ্যাক্ট ইস্ট' ও 'নেইবারহুড ফার্স্ট' নীতির বাস্তব রূপ ঘটবে নিরবচ্ছিন্ন লজিস্টিক সহায়তার মাধ্যমে।

এই তিন কেন্দ্র পাটনা, বারাণসী ও পাণ্ডু একত্রে বিকেন্দ্রীকৃত সামুদ্রিক বৃদ্ধির এক নতুন মডেল তৈরি করছে। আধুনিক শুষ্ক ডক, স্লিপওয়ে, ওয়ার্কশপ, বিশেষ যন্ত্রপাতি ও স্থানীয়ভাবে চলমান মোবাইল মেরামত ইউনিটসহ গড়ে উঠছে পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো। সমুদ্রতীর থেকে অভ্যন্তরে এই রূপান্তরই প্রমাণ করছে ভারতের নদীগুলি আজ কেবল পরিবহন পথ নয়, বরং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন ইঞ্জিন।

এর আগে জলপথ কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই বারাণসী, সাহেবগঞ্জ ও হলদিয়ায় আন্তর্জাতিক মানের বহুমাধ্যম টার্মিনাল গড়ে তুলেছে। লক্ষ্য একটাই এমন এক স্বনির্ভর নৌপরিবহন ব্যবস্থা, যেখানে জাহাজ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সবই দেশের মাটিতেই সম্ভব হবে, বিদেশি নির্ভরতা ছাড়াই।

এই কেন্দ্রগুলি শুধু মেরামতের জায়গা নয়, বরং গঙ্গা—ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন জাহাজ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক শিল্পের জাল গড়ে তুলছে। স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এম—এস—এম—ই) সংস্থাগুলি এতে যুক্ত হয়ে ইস্পাত নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ও লজিস্টিক পরিষেবায় নতুন দিগন্ত খুলছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও এই উদ্যোগ ভূমিকা রাখবে।

পাটনা ও বারাণসীর কেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে পরিকল্পিত হয়েছে 'জল মার্গ বিকাশ প্রকল্প'—এর অন্তর্গত হলদিয়া—বারাণসী করিডরকে মাথায় রেখে। এই করিডর ইতিমধ্যেই কার্গো পরিবহনে সাফল্যের নজির গড়েছে। নতুন কেন্দ্রগুলি চালু হলে জলযানের রক্ষণাবেক্ষণ আরও দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হবে, কমবে কাজ বন্ধ থাকার সময়, আর বাড়বে বিনিয়োগ—আকর্ষণ।

পরিবেশের দিক থেকেও এই প্রকল্পগুলি উদাহরণযোগ্য। প্রতিটি কেন্দ্রেই থাকবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ও জল পুনঃচক্রণ ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'নীল অর্থনীতি' (ব্লু ইকোনমি) ভাবনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণের সমন্বয় এখানেই বাস্তব রূপ পাচ্ছে।

'মেরিটাইম অমৃতকাল ভিশন ২০৪৭'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারত এখন লক্ষ্য স্থির করেছে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচ সামুদ্রিক শক্তির মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার। জাহাজ নকশা থেকে শুরু করে নির্মাণ, অর্থায়ন, মালিকানা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ পুরো সামুদ্রিক মূল্য শৃঙ্খলে ভারতের অবস্থান শক্তিশালী করাই এই ভিশনের উদ্দেশ্য। পাটনা, বারাণসী ও পাণ্ডুর এই কেন্দ্রগুলি তাই কেবল আলাদা প্রকল্প নয় ভারতের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহনের প্রযুক্তিগত ও শিল্পগত মেরুদণ্ড গড়ে তোলার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'ভারত মেরিটাইম সপ্তাহ ২০২৫' (২৭ থেকে ৩১ অক্টোবর) সামনে রেখে দেশের নদীপথ অঞ্চল থেকে উত্তর—পূর্ব পর্যন্ত একটাই বার্তা শোনা যাচ্ছে ভারতের জলপথ আর প্রান্তিক নয়, তারা আজ দেশের সামুদ্রিক ভবিষ্যতের কেন্দ্রে।

জলপথ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই জাহাজ মেরামত কেন্দ্রগুলি শুধু ডক বা ক্রেন নয় এগুলি আত্মবিশ্বাস, পুনরুত্থান ও নবজাগরণের প্রতীক। এগুলো বলছে সেই ভারতের গল্প, যে নিজের সামুদ্রিক ঐতিহ্যকে আবার নতুনভাবে ফিরিয়ে আনছে ভবিষ্যতের পথে।

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ক্ষেত্র আজ প্রবেশ করছে এক নতুন যুগে সহনশীলতা, দক্ষতা ও টেকসই বৃদ্ধির যুগে। আধুনিক পরিকাঠামো, প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ ও নীতিগত সহায়তায় গড়ে উঠছে শক্তিশালী রক্ষণাবেক্ষণ—মেরামত—ওভারহল ব্যবস্থা। পাটনা, পাণ্ডু ও বারাণসীর এই নতুন কেন্দ্রগুলি আত্মনির্ভর, বিশ্বমানের ও ভবিষ্যতমুখী ভারতের প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ, যা ২০৪৭—এর অমৃতকালের পথে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সবুজ লজিস্টিকের ভিত্তি স্থাপন করবে।

মনোরোগ গবেষকদের অনুসন্ধান পদ্ধতি

অরুণিমা রায়

মাথার মধ্যে কী ঘটছে আর তার বহিঃপ্রকাশ কী, এই দুইয়ের সম্পর্ক আজও ধোঁয়াটে। তবে এই অন্ধকারে হাতড়ানোর কিছু সরঞ্জাম এখন তৈরী হয়েছে। স্বাভাবিক মস্তিষ্ক কোথায় শেষ হয়ে অস্বাভাবিকতা শুরু হয়, একই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়েও কিছু মানুষের মানসিক রোগ দেখা দেয় আর কিছু মানুষ সুস্থ থাকে এরকমটা কেন, এইসব প্রশ্ন এখন আর একদম ধরাছোঁয়ার বাইরে নেই। অন্তত গবেষকরা এই নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারেন। অনেক রহস্য উপন্যাস থাকে যেখানে শুরুতেই কেউ একটা বেপাত্তা হয়ে যায়। তারপর, গল্পের মাঝামাঝি এসে তার লাশ পাওয়া যায়। দেখা যায়, মার্ডার কেস। পুলিশের টনক নড়ে। আমাদের গোয়েন্দা কিন্তু শুরু থেকেই এমনটা হবে আঁচ করে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যা বলছিলো, লাশ পাওয়া যেতে সেটাই হাতেনাতে প্রমাণিত হয়।

মনোরোগ গবেষণা নামক রহস্য উপন্যাসে এমন হাতেনাতে প্রমাণ খুবই দুর্লভ। উল্টে মনে হয়, চোখে পট্টি বাঁধা অবস্থায় তীর ছুঁড়তে হবে যেখানে নিশানাটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জানি না কী খুঁজছি, এটাও জানা নেই আদৌ কিছু সমস্যা রয়েছে কিনা। মনোরোগবিদ্যা বা সাইকিয়াট্রিতে ধাঁধা কিন্তু অনেক। প্রথমত, মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা প্রায় কিছুই বুঝি না। কয়েকটা সোজাসাপ্টা কাজ কিভাবে সম্পন্ন হয়, তার কিছু ঝলকমাত্র পেতে শুরু করেছি। যেমন, কোনো বস্তু চোখে পড়লে মাথার মধ্যে কি ঘটে, মনে রাখি কিভাবে, পথ খুঁজে নিই কিভাবে, এইরকম কিছু প্রক্রিয়া। এর থেকে জন্মায় দ্বিতীয় সমস্যাটা মানসিক অসুখের সংজ্ঞা দেওয়া। যখন এটাই বুঝিনা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকলাপ কিরকম, তখন অস্বাভাবিক কাকে বলবো সেটা স্পষ্ট করা মোটেই সহজ নয়। আর শেষের সমস্যাটা মাপজোখ-সংক্রান্ত। আমাদের হাতে এমন কোনো যন্ত্র নেই যাতে মানসিক স্বাস্থ্য বা মস্তিষ্কের কার্যকলাপের তারতম্য মাপা যায়।

এই শেষের সমস্যাটা, অর্থাৎ মগজের ক্রিয়াকলাপ মাপার সমস্যা, এর জন্যেই সব গবেষণা থমকে দাঁড়িয়েছে। একটা প্রশ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে মাপতে পারা যে নিতান্তই প্রয়োজন। রোগীদের কাছে রোগের বর্ণনা এতই যখন বাধা, গবেষকরা এগোন কিভাবে? এই পরিমাপ করার অসুবিধেটা পার হওয়ার কিছু পদ্ধতি বেরিয়েছে। সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হলো সরাসরি প্রশ্ন করা। হয় মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে নয়তো একটা প্রশ্নের তালিকা দিয়ে জনৈক ব্যক্তির জবাব থেকে নির্ণয় করা হয় তিনি কী ভাবনাচিন্তা বা অনুভব করছেন। অনেক সময় তাঁর আত্মীয়-পরিজন, শিক্ষক, সহকর্মী বা বন্ধুদের কাছেও মতামত চাওয়া হয়। এইসব উত্তরের ভিত্তিতে সেই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার একটা রেটিং দেওয়া হয়ে থাকে, তাই একে রেটিং স্কেল-ও বলে। এরকম একটা প্রশ্নের তালিকা এখানে পাবেন। প্রশ্নগুলো সাধারণত তৈরী করা হয় পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং তারপর পরখ করে দেখা হয়। এই পদ্ধতিটা যদিও অবজেক্টিভ নয়, তবু মোটের ওপর সেই ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার একটা ছবি পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে মনোরোগের কোনো উপসর্গ দেখা দিলে রোগটাকে চট করে চেনা যায়।

গবেষকরা মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে বা প্রশ্নের তালিকা দিয়ে তার জবাব থেকে ভাবনাচিন্তার প্যাটার্ন নির্ণয় করেন। আরেক ধরণের পদ্ধতিতে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা কাগজে-কলমে বা কম্পিউটারে কিছু পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। পরীক্ষাগুলো বিশেষ বিশেষ কিছু মানসিক ক্ষমতাকে সংখ্যায় মাপার চেষ্টা করে। যেমন স্মৃতিশক্তি, প্রতিক্রিয়ার সময় (রিঅ্যাকশন টাইম), এক কাজ থেকে আরেকটাতে চট করে যেতে পারা (কগনিটিভ ফ্লেক্সিবিলিটি), এইরকম কিছু ক্ষমতা। অনেকে এইরকম কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা দিলে একগুচ্ছ স্কোর পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবথেকে কম আর বেশি স্কোরগুলোকে নিয়ে বলা হয়, এইটা হলো স্বাভাবিক ক্ষমতার সীমারেখা। ডাক্তারখানায় রোগী এলে অসুখ নির্ণয় করতে রোগীর সেই ক্ষমতাগুলোকে এই সীমারেখার সাথে তুলনা করা হয়। তাহলেই বোঝা যায়, কোন ক্ষমতায় কতটা গড়বড় হয়েছে। মস্তিষ্কের ভিতরের ছবি সাম্প্রতিককালে মস্তিষ্ক স্ক্যান করার প্রযুক্তি বেরিয়েছে। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের থ্রী-ডি ছবি পাওয়া যায়, তার বিভিন্ন কানেকশন সমেত। এক্ষেত্রে গবেষকদের কাছে কিছু বিকল্প রয়েছে। সবচেয়ে পরিচিত স্ক্যানিং পদ্ধতি হলো ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং বা এস আর আই। এতে মস্তিষ্কে কাটাছেঁড়া করতে হয়না আর কোনো পার্শ প্রতিক্রিয়াও হয়না। চৌম্বকীয় ক্ষেত্র আর বেতার তরঙ্গের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভিতরের খুঁটিনাটির ছবি তোলা হয়। বয়েসের সাথে সাথে মস্তিষ্কের বিকাশ কিংবা রোগ বা চিকিৎসার পর মস্তিষ্কের পরিবর্তন, সবই ধরা পড়ে আগে-পরের এস আর আই ছবিতে।

রক্ত চলাচল থেকে নির্ণয় করা যায় মস্তিষ্কের কোন স্থানটা কতটা সক্রিয়। এস আর আই-এর এক জাতভাই আছে: ফাঙ্কশনাল ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং, সংক্ষেপে এফ এম আর আই। এখানে রক্ত চলাচল থেকে নির্ণয় করা হয় মস্তিষ্কের কোন স্থানটা কতটা সক্রিয় (নিচের ছবিটি দেখুন)। উদাহরণ স্বরূপ, কিছু গবেষণায় এফ এম আর আই-এ দেখা গেছে যে বিশ্রামের সময় অর্থাৎ যখন মাথা খাটাচ্ছি না, রক্ত চলাচলের একটা বিশেষ প্যাটার্ন আছে ১। সেই প্যাটার্ন থেকে সরে আসা মানেই মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ হিসেবে ভাবা যায়। শুধু তাই না, অসুখটা যে কী, সেটাও এফ এম আর আই থেকে চেনা সম্ভব। উপরোক্ত কম্পিউটারাইজড পরীক্ষা আর এই, এফ এম আর আই দুইয়ে মিলিয়ে এটাও বোঝা সম্ভব বিশেষ বিশেষ কাজ করতে দিলে মস্তিষ্কের কোনখানগুলো সচল হচ্ছে। একে বলে টাস্ক-বেসড এফ এম আর আই। এর মাধ্যমে আমরা মস্তিষ্কের কিছু সার্কিট চিহ্নিত করতে পেরেছি। যেমন, এটা বুঝতে পেরেছি মনঃসংযোগ করতে গেলে মস্তিষ্কের কোনখানগুলো সজাগ হয়। স্ক্যানিং পদ্ধতি রয়েছে তবে সেগুলো এম আর আই -এর মতো পরিচিত নয়। যেমন, ডিফিউশন টেনসর ইমেজিং বা ডি টি আই। এই পদ্ধতিতে স্নায়বিক কোষে জলের ব্যাপন বা ডিফিউশন- এর থেকে মস্তিষ্কের একটা ছবি পাওয়া যায়। জল স্নায়ুকোষের দৈর্ঘ্য বরাবর অনেক তাড়াতাড়ি যায়, প্রস্থ বরাবরের তুলনায়। এই ডিফিউশন-এর হারের তফাৎ থেকেই স্নায়ুকোষ কতটা লম্বা, কোথায় শেষ হচ্ছে, ইত্যাদি মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। তারপর আছে পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি বা পি ই টি। দেহের যে অংশটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, সেখানে ইনজেকশন- এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হয় তেজস্ক্রিয় অণু। সেগুলো মগজে এসে পৌঁছলে তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ স্ক্যানার-এ ধরা যায় এবং বোঝা যায় মস্তিষ্কের কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে অণুগুলো। এক অর্থে, এই অণুগুলোর মাধ্যমে রক্ত চলাচল বা শক্তি শোষণ-এর পথের মানচিত্র পাওয়া যায়। রোগে পড়ার প্রবণতা কোনো ব্যক্তি-র মনোরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কতটা, সেটা নিয়েও প্রশ্ন কম নয়। কিছু লোক দিব্যি সুস্থ থাকে আর কিছু লোকের মানসিক স্বাস্থ্য বেগড়বাই করে, এরকমটা কেন? আর যাদের মানসিক অসুখ দেখা দেয়, তাদের মধ্যেও একদল কিভাবে অসুখের মোকাবিলা করে সুস্থ হয়ে ওঠে? এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে মনোরোগ গবেষণার একটা বিভাগ রয়েছে: সাইকিয়াট্রিক জেনেটিক্স। এতে দেখা হয় ডিএনএ-র রকমফেরের সাথে মানসিক সমস্যার যোগসাজশ পাওয়া যায় কিনা। যেমন, অটিজম বা সিজোফ্রেনিয়া- তে বংশগতভাবে পাওয়া ডিএনএ- র কিছুটা ভূমিকা রয়েছে। আবার অন্যদিকে ডিপ্রেশন-এর মতো অসুখে জেনেটিক তারতম্যের কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে হয়না। কিন্তু ডিএনএ-তে রোগের প্রবণতা না দেখা গেলেও রোগ হওয়া সম্ভব। একটু খুঁটিয়ে দেখে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন এর জন্য সম্ভবত দায়ী ছোটবেলায় প্রতিকূল পরিবেশ। প্রতিকূলতা আসে বিভিন্নরূপে, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত রূপ হলো স্ট্রেস বা চাপ। স্ট্রেস-এ ভুগলে পরবর্তীকালে ডিপ্রেশন (বিষণতা) কিংবা অ্যানসাইটি-র (দুশ্চিন্তা) শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন রয়েই যায়। প্রতিকূল পরিবেশে বড় হলেই যে মানসিক ব্যাধি জন্মাবে, এমনটাও তো নয়। কিছু লোকের ক্ষেত্রেই সেটা হয়। এর কারণ কী? উত্তর দিতে আবার জেনেটিক্স-এ ফিরে যেতে হয়। কিছু বিশেষ জেনেটিক প্যাটার্ন থাকলে প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক সমস্যার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এগুলো পূর্বোক্ত প্যাটার্ন-এর থেকে আলাদা কারণ এরা এমনিতে অস্বাভাবিকতার জন্ম দেয়না, খালি স্ট্রেস কিংবা দারিদ্র্যের মতো প্রতিকূল পরিবেশেই এদের প্রকোপ দেখা যায়। আবার এমন জেনেটিক প্যাটার্ন-ও চিহ্নিত করা যায় যেগুলো প্রতিকূল পরিবেশে মানসিক অসুস্থতার সম্ভাবনা বাড়ায় না, এমনকি অনেকসময় তার থেকে রক্ষা করে। এইসব যারা গবেষণা করে, তারা প্রশ্নভিত্তিক অনুসন্ধান আর জেনেটিক মনোরোগবিদ্যা, এই দু'ধরণের পদ্ধতির উপরই নির্ভর করে চলে। আরেকটা উঠতি গবেষণার বিষয় হলো এপিজেনেটিক্স। সব মানুষেরই একই ডিএনএ আছে, কিন্তু তাদের প্রকাশ ভিন্ন। ডিএনএ-র প্রকাশকে প্রভাবিত করে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যারা ডিএনএ-র মধ্যে নিহিত তথ্য অর্থাৎ জিন-কে অন বা অফ করে দিতে পারে (প্রক্রিয়াগুলো জেনেটিক ক্রমবিন্যাস-এর কোনো পরিবর্তন করে না)। কোন জিন অন রয়েছে আর কোনটা অফ, এর পরিবর্তন থেকে আমাদের চালচলন বা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবর্তন হতে পারে এবং মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সংক্রান্ত গবেষণাকেই বলে এপিজেনেটিক্স। এটা এখন মোটামুটি প্রমাণিত যে পারিপাশর্কি পরিবেশ এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এপিজেনেটিক্স গবেষকদের দুটো প্রধান কাজ পারিপাশর্কি পরিবেশ কিভাবে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে প্রভাবিত করে আর সেই প্রক্রিয়াতে কী ধরণের পরিবর্তন হলে মানসিক রোগ দেখা দেয়। উপসংহার এই যে এতগুলো পদ্ধতির কথা বললাম, কোনোটাই কিন্তু অব্যর্থ নয়। এরা সবাই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের একটা মোটামুটি ছবি দিতে পারে। সত্যিই কী ঘটছে বুঝতে হলে মস্তিষ্কের টিস্যু-র নাগাল পেতে হবে, যেটা বেঁচে থাকতে সংগ্রহ করা মুশকিল। এর বিকল্প রয়েছে, যেমন মৃত্যু-পরবর্তী শব ব্যবচ্ছেদ কিংবা পশু মস্তিষ্কের উপর গবেষণা করা। বিকল্পগুলোর আবার নিজ নিজ সমস্যা রয়েছে। মৃত্যু-পরবর্তী টিসু যোগাড় করা শক্ত, সেগুলো গবেষণার উপযুক্ত মানের নাও হতে পারে এবং রোগের সাথে মস্তিষ্কের পরিবর্তন তাতে বোঝা যায়না। পশু মস্তিষ্ক স্নায়বিক প্রক্রিয়ার উপর আলোকপাত করলেও মনোরোগবিদ্যাতে খুব একটা কার্যকরী হয়না। মানুষের মনের জটিলতা পশুমস্তিষ্ক-ভিত্তিক মডেলে ধরা যায়না, তাই মানুষের রোগও সেইসব মডেলের সিমুলেশন থেকে আসে না। তা সত্ত্বেও এইসব পদ্ধতিগুলো থেকে যে আমরা যা জানতে পারি, সেগুলো আখেরে কাজে লাগতে পারে। আশা করা যায়, সবকটা পদ্ধতি মিলিয়ে তবেই গোটা মস্তিষ্কের ছবিটা স্পষ্ট হবে।

বহু দশক ধরে মানসিক রোগের সামনে চিকিৎসক-গবেষক দু'দলই নাকাল হয়েছেন। কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোকে সম্বল করে আমরা সমস্যাটার কিছু গতি করতে পেরেছি। এই যে পদ্ধতির তালিকা দিলাম, এটাই শেষ নয়। মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডে উঁকিঝুঁকি মারার আরো অনেক উপায় বার হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলছে নতুন পদ্ধতি খোঁজার। তাই মনোরোগবিদ্যার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আশাবাদী না হয়ে পারা যায় না।

নজরুলের মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ

কাজী নজরুল ইসলাম স্বাধীন বাংলাদেশে 'জাতীয় কবি' হয়েছেন। কিন্তু সাম্য, মানুষের মুক্তি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মতো তাঁর ভাববস্তু ও মূল্যবোধ থেকে আমরা কি ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি? স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভূত বাস্তবতা কি নজরুলকে আবারও খণ্ডিত করল? নজরুলজয়ন্তী সামনে রেখে এসব জিজ্ঞাসার অনুসন্ধান।

:মুহম্মদ নূরুল হুদা

স্বাধীনতার জন্য মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে দাঁড়াতে হবেএই উপলব্ধি কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম থেকেই ছিল। এই 'আত্মশক্তি' প্রপঞ্চটি তাঁর সাহিত্যের ভিত্তিভূমিও।

মানুষের প্রথম পরিচয় তার ব্যক্তিসত্তা। আমাদের প্রত্যেকের একটা ব্যক্তিসত্তা আছে। এরপরই আসে জাতিসত্তার ব্যাপারটি। জাতিসত্তা যখন বিকশিত হয়, তখন তার একটা অভিন্ন অভিব্যক্তির ভাষা ও ভূমি থাকে। জাতীয়তার প্রথম উপকরণ হলো ভাষা। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাই সারা পৃথিবীতে অগ্রগণ্য। আমরা বলি, বাঙালি বিকশিত হয়েছে হাজার বছর ধরে। বাংলা ভাষার পরিভ্রমণের ইতিহাস প্রায় ৯ হাজার বছরের। ফলে ভাষাভিত্তিক একটা গোষ্ঠীসত্তা সুদূর অতীত থেকেই আমাদের ছিল। আর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাসংগ্রামের পক্ষে আমাদের যেসব যুক্তি, এর সবই নজরুল ইসলামের মধ্যে ছিল। বলা দরকার, কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কতগুলো সূচক বক্তব্য দিয়েছেন। 'বাঙালির বাংলা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, বাঙালি যেদিন এক হয়ে বলতে পারবে বাঙালির বাংলা, সেদিন সে অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালি একাই সেদিন ভারত স্বাধীন করবে। স্বাধীনতার জন্য আমাদের কী করতে হবে, এই প্রবন্ধের শেষ দিকে নজরুল তার উপায় বাতলেছেন। তাঁর মত হলো, বাঙালিকে তার বীরসত্তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। দুই ধরনের দখলদার আছেআশপাশের ও বাইরের। তাদের বিতাড়িত করতে হবে। এ জন্য একটা যুদ্ধ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ দরকার।

অবিভক্ত ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের এই কথাগুলো মধ্যে প্রকারান্তরে স্থিত আছে বাঙালির লড়াকু চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাব। কাজী নজরুল ইসলাম যে বাংলাদেশের জাতীয় কবি, আদতে তা তিনি নিজেই হয়ে উঠেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবির জন্মদিনে তাঁকে এ দেশে নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, তার পেছনেও এমন একটা যুক্তি আছে। শুধু তা-ই নয়, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশেই তাঁকে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। মৃত্যুর পর তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে কবর দেওয়া হয়। তিনি আমাদের মনে চেতনা-চিত্তে জাগ্রত।

কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্ক্ষা থেকে উচ্চারণসবকিছুই ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর এই ভাবনা গ্রহণ করেছিলেন বলেই 'জাতীয় কবি' হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকে বরণ করে স্বাধীন বাংলাদেশে এনেছেন।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, কাজী নজরুল ইসলামকে এ দেশের জাতীয় কবি করার মধ্য দিয়ে আমরা একটা পরম্পরাকে অনুসরণ করেছি। স্বাধীনতা, বীরসত্তা, মুক্তিযুদ্ধনজরুলের কাছ থেকে এসব প্রণোদনা পেয়ে বাঙালিরা ১৯২৯ সালে আলবার্ট হলে এই বিদ্রোহী কবিকে বাঙালির 'জাতীয় কবি' ঘোষণা করেছিল। ইতিহাসের এ সত্যের আলোকে বলা যায়, আমরা যথার্থভাবেই এর পরম্পরাকে বহন করে এনেছি।

স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যেসব মূল্যবোধ আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তার সবকিছুই নজরুল-সাহিত্য বা নজরুলের মূল্যবোধের মধ্যে বিদ্যমান। তাই তাঁকে আমরা জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছিলাম। তবে স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে এসে আজ যদি হিসাব করি, কতটা পৌঁছাতে পারলাম সেই মূল্যবোধের কাছে, খানিকটা হতাশায় আমরা যে নিমজ্জিত হবএ কথা সত্য।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত আগে থেকে আমাদের জাতীয় জীবনে 'জয় বাংলা' শীর্ষক যে স্লোগান যুক্ত হলো, তার সঙ্গেও নজরুলের যোগ রয়েছে। 'পূর্ণ-অভিনন্দন' কবিতায় নজরুল প্রথম 'জয় বাংলা' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাই বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম ভূখণ্ডে নজরুলই যে জাতীয় কবি হবেন, এ যেন ঐতিহাসিকভাবেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল।

নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমানসবার ব্যক্তিক ও সামষ্টিক স্বাধীনতার কথা নজরুল বলেছেন। তাঁর আগে খুব কম বাঙালিই নারী-পুরুষের সমতা ও স্বাধীনতা নিয়ে এমনভাবে ভেবেছেন। নজরুলের সাহিত্যে যেসব মূল্যবোধ রয়েছে সম্প্রদায়গত মিলন, মানুষের মুক্তি, নারী-পুরুষের সমতা, মানুষের স্বাধীন সত্তাসত্যি বলতে, স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যেসব মূল্যবোধ আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তার সবকিছুই নজরুল-সাহিত্য বা নজরুলের মূল্যবোধের মধ্যে বিদ্যমান। তাই তাঁকে আমরা জাতীয় কবির মর্যাদা দিয়েছিলাম। তবে স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে এসে আজ যদি হিসাব করি, কতটা পৌঁছাতে পারলাম সেই মূল্যবোধের কাছে, খানিকটা হতাশায় আমরা যে নিমজ্জিত হবএ কথা সত্য। স্বাধীন দেশে আমরা বারবার মানবিক স্বাধীনতার ওপর জোর দিয়েছি। তবে সব সময় যে তা অর্জন করতে পেরেছি, তা বলা যাবে না। এই না পারারও ইতিহাস আছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির হাতে অন্যায়ভাবে সপরিবার নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু। আমাদের স্বাধীনতা ও বাঙালিত্বের সবকিছু যেন মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। হাওয়া বইতে শুরু করল উল্টো স্রোতে। স্বাধীন বাংলাদেশে আমাদের যে সংবিধান প্রণীত হয়, সেখানে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বা সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা ছিল। সব মানুষ সমানভাবে, শান্তিতে বাস করতে পারবেএই মন্ত্র আমরা কাজী নজরুল ইসলামের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি ছিলেন সাম্যবাদী। এই সাম্যবাদী কবি 'অভেদসুন্দর' বলে একটা কবিতাসম্মত কথা বলেছিলেন। এই 'অভেদসুন্দর' বিষয়টির ভেতরে সর্বমানবতা, পরমতসহিষ্ণুতাএই বিষয়গুলো নিহিত।

জীবনের শেষ অভিভাষণে নজরুল বলেছিলেন, ইসলাম ধর্মে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তিনি কেবল মুসলমানের নন। সর্বমানবিকতার বোধ, তথা অন্যের মতকে গ্রহণ করার মানসিকতা তিনি সব সময় ধারণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার জন্য নজরুলের সেই 'অভেদসুন্দর'-এর কাছে আমাদের পৌঁছানো প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধুপ্রদত্ত সংবিধানেও এই 'অভেদসুন্দর' রয়েছে। এ জন্য সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও মতপ্রকাশের অধিকার স্বীকার করতে হবে। তা না করে আমরা যদি ভিন্ন পথে অগ্রসর হই, তাহলে পদে পদে বিপদ আসবে। এখন পৃথিবীজুড়ে সম্পদ কুক্ষিগত করার অযৌক্তিক প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। এখান থেকে সরে এসে যেমন মানবিক বৈষম্য দূর করা দরকার, তেমনি রাজনীতিক, লেখক, সংস্কৃতিকর্মীসহ সবার এ বিষয়ে সচেতনতাও প্রয়োজন। সাম্য ও সুখের পরিবেশ বজায় রাখতে না পারলে আমরা আবার ভুল পথে হাঁটব। আর এটা হলে তা হবে দেশের সংবিধানের মৌলিক আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ।

আমাদের দেশে, এমনকি কলকাতায়ও নজরুল যেভাবে চর্চিত হন, তা অনেকটাই খণ্ডিত। কিন্তু নজরুল এবং তাঁর সাহিত্য খণ্ডিত নয়। নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আমরা তাঁকে খণ্ডিত করেছি। নিজ নিজ ভাবাদর্শের অধিকারীরা নিজের নিজের সুবিধা অনুযায়ী নজরুলকে মূল্যায়ন করছেন। এ ক্ষেত্রে আবারও বলা দরকার, ধর্ম---কর্মে, সংসারে, সাহিত্যে এবং জীবনযাপনেও নজরুল সর্বদা একটা 'অভেদসুন্দর' নির্মাণ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে এই বার্তা আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আজকাল একধরনের মানুষ নিজের স্বার্থে অন্যের স্বার্থকে আঘাত করছে। আমরা যদি এই প্রবণতা থেকে না বেরোতে পারি, তবে যতই নজরুলের গান- কবিতা গলায় ধারণ করি না কেন, তাঁর মূল্যবোধ থেকে দূরেই থেকে যাব।

নজরুলের তিন হাজারের মতো গান শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৪০০ গানের স্বরলিপি পাওয়া যায়। তাঁর গানে ভালোবাসা, মানবিক সখ্য, মূল্যবোধসবকিছুই আছে। ফলে তাঁকে চর্চা করা মানে একটা মানবিক সমাজ নির্মাণের দিকেই যাত্রা।

প্রতিদিন সকালে উঠে নজরুলের অন্তত একটি রচনা পড়া প্রয়োজন। আমাদের পাঠাভ্যাস এখন একেবারেই কমে গেছে। সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় দিন দিন অধ্যয়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে মানুষ। আমরা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে যতটা গ্রহণ করেছি, ততটা ধারণ করতে পারিনি। এখন যদি প্রশ্ন আসে, কীভাবে হৃদয়ে ধারণ করা যাবে নজরুলকে? আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর গুরুত্ব কী? নজরুলের মূল্যবোধ থেকে বাংলাদেশ কত দূরে? এককথায় এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটা বলা যায়, যে জাতির একজন বীর থাকেন, এমন একটা আদর্শ থাকেআমি যদি তাঁর মতো হতে পারিতবে আমাদের পিছিয়ে থাকার কথা নয়। আদর্শিকভাবে নজরুলকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। না হলে ধনতান্ত্রিক স্বৈররাষ্ট্রের মতো নানাবিধ নিপীড়ন পিছু ছাড়বে না আমাদের। কেননা, ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য না কমানো গেলে মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার রাজধানীর প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত হয় ওষুধের সাশ্রয়ী মূল্য নিয়ে কর্মশালা। ছবি নিজস্ব।

চিরাগ পাসোয়ান দাবি করলেন এনডিএ-র ঐতিহাসিক জয়ের, মহাগঠবন্ধনের কোন্দলকে নিশানা

পটনা, ১৮ অক্টোবর — বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-এর সভাপতি চিরাগ পাসোয়ান শুক্রবার দাবি করলেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট রাজ্যে এবার 'ঐতিহাসিক জয়' অর্জন করবে। এনডিএ-র মধ্যে কোনও বিভ্রান্তি নেই বলে সাফ জানিয়ে মহাগঠবন্ধনের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিশৃঙ্খলাকেই তিনি মূল ইস্যু করে তুলেছেন।

চিরাগের এই মন্তব্য এসেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর। তিনি জানান, অমিত শাহের সঙ্গে 'ঐতিহাসিক আসন জয়ের কৌশল' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি এনডিএ-র ঐক্য ও সমন্বয়কেই এই নির্বাচনের শক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, 'এনডিএ-তে সব পাঁচটি শরিক দলের সঙ্গে সমঝোতা সম্পন্ন হয়েছে। ২৪৩টি আসনের প্রার্থীতালিকা স্পষ্ট। এখানে মহাগঠবন্ধনের মতো বিভ্রান্তি নেই। আমরা প্রচার শুরু করেছি, যখন ওরা একে অপরের প্রার্থীর বিরোধিতা করছে।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিহার সফরকে এনডিএ-র প্রতিশ্রুতির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করে চিরাগ বলেন, "গত এক বছরে ১১ বার প্রধানমন্ত্রী বিহারে এসেছেন। এটা তাঁর অগ্রাধিকারের পরিচয়।" পাশাপাশি মহাগঠবন্ধনের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ নিয়ে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, "ওরা বিভ্রান্ত জোট। এক জোটের প্রার্থীই অন্য প্রার্থীর বিরুদ্ধে মনোনয়ন দিচ্ছে। এটা বিভ্রান্তির নিদর্শন।"

চিরাগ আরও বলেন, আরজেডি ও কংগ্রেস বিহারের আইনশৃঙ্খলা ধ্বংস করেছিল। "১৯৯০-এর দশকে বিহারের পরিস্থিতি সবার জানা। খুন, অপহরণ, লুঠতরাজ চলত দাপটে। তখন বিহারের এমন একটা ছবি তৈরি হয়েছিল, যেখানে কেউ বিনিয়োগ করত না, আর যুব সমাজকে রাজ্য ছেড়ে যেতে হত," বলেন তিনি। তাঁর দাবি, "মহাগঠবন্ধন যেখানে অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়, এনডিএ শুধুই উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে।"

অন্যদিকে, অমিত শাহও শুক্রবার পটনায় এক জনসভায় বলেন, এনডিএ যদি আবার ক্ষমতায় আসে, তবে বিহারকে 'শিল্পাঞ্চলে' পরিণত করা হবে। তিনি বলেন, "এখন সময় বিহার ৩.০-এর। বিহারের যুবকদের বুদ্ধিমত্তা বিশ্বে সেরা। জমির অভাব থাকলেও আমরা এমন প্রকল্প আনব, যেখানে মস্তিষ্কের ব্যবহার বেশি ও জমির প্রয়োজন কম।"

এনডিএ-র পক্ষ থেকে ১০০ শতাংশ আসনে জয়লাভের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করা হয়েছে বলেও জানান চিরাগ। তিনি বলেন, "আমরা মিথ্যা প্রচার নয়, শুধু উন্নয়নের বার্তা নিয়েই ভোটের ময়দানে নামব।"

বিহারে নির্বাচনের আগে এনডিএ তার প্রচার ও পরিকল্পনায় পরিষ্কার বার্তা দিচ্ছে, যেখানে প্রধান অস্ত্র উন্নয়ন, আর বিরোধীদের অস্ত্রে ভর করছে বিভ্রান্তি ও কোন্দল।

অযোধ্যায় দীপাবলিতে নতুন ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে, ২৬ লক্ষেরও বেশি দীপ জ্বালিয়ে তিনটি গিনেস রেকর্ড গড়ার প্রস্তুতি

অযোধ্যা, ১৮ অক্টোবর : প্রাচীন শহর অযোধ্যা আবারও ইতিহাস রচনার পথে। এবারের দীপাবলি উদ্‌যাপন ঘিরে গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডস-এর প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত। এইবার শহরটি তিনটি নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে এগোচ্ছে, যার মধ্যে অন্যতম ২৬,১১,১০১টি প্রদীপ জ্বালানো এবং একযোগে ২,১০০ জনের মহা আরতির আয়োজন।

অযোধ্যার রাম কি পৈড়ি-র ঘাটজুড়ে বিশাল আয়োজনের প্রস্তুতি চলছে। প্রায় ৩৫,০০০ স্বেচ্ছাসেবক, যারা অযোধ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, তাঁরা একসঙ্গে এই প্রদীপ প্রজ্বলনের দায়িত্বে রয়েছেন। গত বছর প্রায় ২৫ লক্ষ দীপ জ্বালানো হয়েছিল, তবে এবারে লক্ষ্যমাত্রা আরও উচ্চতর প্রায় ২৯ লক্ষ দীপ স্থাপন ও প্রজ্বলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ডস-এর প্রায় ১৫০ সদস্যের একটি দল শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ নয়, বরং রেকর্ড যাচাইয়ের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন। পরামর্শদাতা নিশ্চল বারুল জানান, প্রদীপ গণনার জন্য তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে ড্রোন নজরদারি, হাই-টেক সফটওয়্যার ও ডিজিটাল অডিটিং সিস্টেম।

নিশ্চল বারুল আরও বলেন, "প্রত্যেকটি প্রদীপ সঠিকভাবে গণনা করা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ড্রাই রান, ডিজিটাল ম্যাপিং ও সরাসরি ড্রোন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। আমরা শুধু ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করছি না, বরং নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছি।"

প্রদীপ প্রজ্বলনের পাশাপাশি, সারযূ নদীর তীরে ২,১০০ জনের সমবেত মহাআরতির প্রস্তুতিও চূড়ান্ত পর্যায়ে। এই আয়োজনকেও গিনেস রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই মহাযজ্ঞ সফল করতে ১৯০ সদস্যের একটি বিশেষ দল নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। অংশগ্রহণকারীদের গতিবিধি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ সফটওয়্যারও তৈরি করা হয়েছে।নিশ্চল বারুল জানিয়েছেন, "আরতির জন্যও ড্রাই রান, ড্রোন ফুটেজ এবং ডিজিটাল ভেরিফিকেশন টুল ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নির্ভুল হয়।"এই বছরের দীপোৎসব শুধুমাত্র আলোর উৎসব নয়, এটি ঐক্য, সংস্কৃতি ও বৈশ্বিক স্বীকৃতির এক মহোৎসব যা অযোধ্যার ঘাটগুলিকে নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাসের পাতাকেও আলোকিত করতে চলেছে।

পবিত্র বুদ্ধধাতু ভারতের উদ্দেশ্যে ফেরত আনতে রাশিয়ায় জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা

এলিস্তা, ১৮ অক্টোবর : রাশিয়ার কালমিকিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী এলিস্তায় অনুষ্ঠিত এক সপ্তাহব্যাপী পবিত্র বুদ্ধধাতুর প্রদর্শনীর শেষে ভারতের উদ্দেশ্যে ধাতুগুলি ফেরত আনতে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা শুক্রবার রাশিয়ায় পৌঁছান। এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ সফর ভারত-রাশিয়া ঐতিহ্যগত বন্ধুত্ব এবং গৌতম বুদ্ধের সার্বজনীন শিক্ষার মেলবন্ধনের প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এলিস্তায় অবস্থিত 'গোল্ডেন অ্যাবোড অফ শাক্যমুনি বুদ্ধ' নামে পরিচিত গেদন শেদুপ চোয়িকোরলিং মনাস্টারিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন মনোজ সিনহা। তিনি এই প্রদর্শনীকে একটি "ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক পুনরাগমন" বলে অভিহিত করেন, যা ইউরোপের একমাত্র বৌদ্ধপ্রধান অঞ্চল কালমিক জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, "এই প্রদর্শনী ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধুত্বের এক বলিষ্ঠ সেতুবন্ধন। এটি সাংস্কৃতিক সম্পর্ক জোরদারে ভারতের প্রচেষ্টার প্রতিফলন।"

ভারতীয় প্রতিনিধিদলটির নেতৃত্ব দেন মনোজ সিনহা। এলিস্তায় তাঁকে স্বাগত জানান কালমিকিয়ার সরকারের ফার্স ডেপুটি চেয়ারম্যান তসেরেনভ এর্দনি নিকোলায়েভিচ, ডেপুটি চেয়ারম্যান জাম্বিনভ ওচির ভ্লাদিমিরোভিচ এবং রাশিয়ায় ভারতের ডেপুটি চিফ অব মিশন নিখিলেশ গিরি।

সফরকালে মনোজ সিনহা শাজিন লামার উদ্দেশ্যে একখানা ঐতিহ্যবাহী কাশ্মীরি শাল প্রদান করেন, পবিত্র ধাতুর সামনে 'খাটাক' অর্পণ করেন এবং মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বালন করেন। তিনি বকুলা রিনপোচের সামনে প্রার্থনাও করেন এবং এই পবিত্র দায়িত্ব পালনের সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এক্স-এ তাঁর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, "পবিত্র বুদ্ধধাতু ফেরত আনতে রাশিয়ার কালমিকিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। 'ওম মামো বুদ্ধায়'।" সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি এই গুরুদায়িত্ব অর্পণের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত এই পবিত্র ধাতুগুলির প্রদর্শনী কালমিকিয়ায় বিপুল সাড়া ফেলে। স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রায় ৯০,০০০ জন ভক্ত প্রদর্শনীস্থলে এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।ধাতুগুলি এলিস্তায় নিয়ে আসা হয় একটি উচ্চ পর্যায়ের ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে, যার নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় ভিক্ষুগণ, যারা কালমিকিয়ার জনগণের জন্য বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আশীর্বাদ প্রদান করেন।

এই ঐতিহাসিক প্রদর্শনী রাশিয়ার প্রজাতন্ত্রে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে স্মরণ করা হচ্ছে লাদাখের প্রখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও কূটনীতিক ১৯তম কুশোক বকুলা রিনপোচেকে। তিনি মঙ্গোলিয়া ও রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন কালমিকিয়া, বুরিয়াতিয়া ও তুভাবৌদ্ধ ধর্ম পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই প্রদর্শনীর আয়োজনে সহায়তা করে ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ শাখা, ইন্টারন্যাশনাল বৌদ্ধ কনফেডারেশন, জাতীয় জাদুঘর এবং ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় শিল্পকলা কেন্দ্র। পবিত্র বুদ্ধধাতুগুলি ১৯ অক্টোবর ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বলে জানানো হয়েছে।

অসমে রাজনৈতিক পুনর্মিলন: এনডিএ-তে বিফ'এর পুনরায় যোগদানের পর বটল্যান্ড অঞ্চলের উন্নয়ন ও শান্তির প্রতিশ্রুতি

গুয়াহাটি, ১৮ অক্টোবর : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শনিবার বোধগয়া পিপল'স ফ্রন্ট (বিফ') দলকে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-তে পুনরায় যোগদানের জন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন, বিফ'-এর পুনর্মিলন বটল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন (বিটিআর)-এ শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পের প্রতীক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "হগ্রামা মহিলারীর সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্পর্ক রয়েছে। গত চার বছর ধরে বিফ' আমাদের সরকারের সমর্থনে ছিল। আগামি দিনগুলোতে আমরা একসাথে বিটিআর-এর উন্নয়ন ও শান্তির জন্য কাজ করব।"

তিনি আরও জানান যে, ২৬ ডিসেম্বরের নির্বাচনের জন্য এখনো কোনো নির্দিষ্ট কৌশল নেওয়া হয়নি। সমস্ত জোট দলের সঙ্গে, বিশেষ করে ইউনাইটেড পিপল'স পার্টি লিবারেল-এর সঙ্গে আলোচনা শেষে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শনিবার, মজবাটের বিধায়ক চরণ বরো অসমের নতুন পরিবহণমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য্যের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও বিফ' প্রধান হগ্রামা মহিলারী উপস্থিত ছিলেন।

চরণ বরো'র মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্তিকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিফ'-এর এই পদক্ষেপের মাধ্যমে এনডিএ-তে পুনরায় আনুষ্ঠানিক যোগদানের ইঙ্গিত মেলে, যা অসমের রাজনৈতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়।

চরণ বরো, যিনি কটন কলেজ থেকে স্নাতক এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন, ২০১৬ ও ২০২১ সালে মজবাট আসন থেকে নির্বাচিত একজন উঠতি নেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি এখন পর্যন্ত বিরোধী বেঞ্চ থেকে কাজ করে আসছিলেন।

যদিও বিফ'-এর মধ্যে ডি.ডি. বরো সহ কয়েকজন প্রবীণ নেতা আছেন, দলের তরফ থেকে ১৯৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করা তুলী-তাজা চরণ বরোকে মন্ত্রী পদে মনোনীত করে নেতৃত্বে সম্ভাব্য পুরনো-নতুন একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

মণিপুরে কেএসপি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর সাফল্য, চার জঙ্গি ও এক অসামরিক ব্যক্তি গ্রেফতার

ইমফল, ১৮ অক্টোবর : মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে নিষিদ্ধ ঘোষিত কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি-এর বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত চারজন সক্রিয় জঙ্গি ও একজন অসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পৃথক অভিযানগুলি চালানো হয় বিষ্ণুপুর, থৌবাল এবং চুরাচাঁদপুর জেলায়।

প্রথম অভিযানটি হয় ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে, যখন যৌথ বাহিনী বিষ্ণুপুর জেলার নিংথৌখোং খা ওয়ার্ড নম্বর ৬-এ অভিযান চালিয়ে মোইরাংথেম শান্তা সিং (৫২)-কে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। শান্তা সিং-এর বিরুদ্ধে কেএসপি (তৈবাংগানবা) গোষ্ঠীর জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একই জায়গা থেকে ধরা পড়ে ওই গোষ্ঠীর দুই সক্রিয় সদস্যনিংথৌজাম রাকেশ সিং ওরফে লুচিংপুরেল (২১), বিষ্ণুপুর ওয়ার্ড নম্বর ৬-এর বাসিন্দা এবং লাইশ্রাম বীরজিত সিং ওরফে লাকি (৩৫), যিনি থৌবাল জেলার খোংজম বাজার মানিং-এর বাসিন্দা।

এই অভিযানের পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী একটি ফলো-আপ অভিযান চালায়, যার ফলে গ্রেফতার হয় কেএসপি (তৈবাংগানবা) গোষ্ঠীর আরও এক সক্রিয় সদস্য, লাইশ্রাম কিশন সিং ওরফে পামুবা (২৩)। তাকে বিষ্ণুপুর থানার আওতাধীন নাচৌ পান্তোং এলাকা থেকে আটক করা হয়। তার বাড়ি চুরাচাঁদপুর জেলার তুইবং জায়োন ভেং মামাং অঞ্চলে। এই অভিযানে বাহিনী একে .৩২ মিমি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও পাঁচটি তাজা গুলি, পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং একটি সাইড ব্যাগ উদ্ধার করে।অন্যদিকে, ১৬ অক্টোবর একটি পৃথক অভিযানে থৌবাল জেলার টেকচাম মাই লাইকাই এলাকা থেকে কেএসপি (নোংদ্রেনখোবা) গোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য পেবম হীরা সিং ওরফে লক্ষ্পা (৫০)-কে গ্রেফতার করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চাঁদা তোলা, অস্ত্র পরিবহন এবং নতুন জঙ্গি নিয়োগের কাজে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। অভিযানে তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, এই অভিযানের মাধ্যমে রাজ্যের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পথে বড়সড় অগ্রগতি হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বব্যাপী অস্থিরতার মাঝেও ভারতের অর্থনীতি দৃঢ় গতিতে এগোচ্ছে: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল শনিবার বলেন, বিশ্বব্যাপী আর্থিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও ভারতের অর্থনীতি অভাবনীয় স্থিতিশীলতা ও গতি দেখাচ্ছে। তিনি জানান, সরকারের আর্থিক ও মৌদ্রিক নীতিমালা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

ধনতেরস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন গোয়েল। তিনি বলেন, "একটি অস্থির ও চ্যালেঞ্জিং আন্তর্জাতিক পরিবেশেও ভারতের অগ্রগতি এতটাই দ্রুত যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পর্যন্ত ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস সংশোধন করে ৬.৬ শতাংশে উন্নীত করেছে।"

গোয়েল জানান, "জিএসটি সংস্কারের পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন হওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল। ফলে আমদানি শুল্ক বা ট্যারিফ যুদ্ধের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।"তিনি বলেন, "চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে আমরা ৭.৮ শতাংশের ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করেছি।"

অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী আরও বলেন, "অর্থ মন্ত্রণালয়, রিজার্ভ ব্যাংক এবং ফিসকাল-মৌদ্রিক নীতিমালার সমন্বয়ে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, যাতে ভারতের ওপর মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে।"

তিনি জানান, "গত মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ যা গত আট বছরে সর্বনিম্ন। এছাড়াও ১৭ থেকে ১৮ বছর পর প্রথমবার ভারতের রেটিং উন্নীত করেছে এস অ্যান্ড পি।"

পীযূষ গোয়েল বলেন, "অর্থনৈতিক শক্তির প্রতিফলন ঘটছে ভোক্তা চাহিদায়। শুধুমাত্র নবরাত্রির প্রথম আট দিনে মারুতি সুজুকি ১,৬৫,০০০টি গাড়ি বিক্রি করেছে, যা একটি রেকর্ড।"অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, "জিএসটি হ্রাস যদি ট্যারিফ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া হত, তবে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের দিনই আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলাম যে এটি বহুদিন ধরেই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "কে বা কখন কল্পনা করেছিল এমন এক ট্যারিফ যুদ্ধের? একাধিক মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত গ্রুপ প্রায় দেড় বছর ধরে এই বিষয়ে কাজ করেছে। বিভিন্ন সময়ে নানা স্তরে আলোচনা হয়েছে। কাজেই এটা ট্যারিফ যুদ্ধের ফল নয়, বরং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ।"অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "এই বছর ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্মার্টফোন রপ্তানিতে তার প্রতিবেশী দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি ভারতের জন্য এক বিশাল অর্জন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অনেক প্রযুক্তি কোম্পানির প্রায় ২০ শতাংশ উৎপাদন এখন ভারতে হচ্ছে।"

তেলেঙ্গানায় ৪২ শতাংশ সংরক্ষণ দাবিতে রাজ্যজুড়ে বন্ধ, হায়দরাবাদে দোকান-পেট্রোল পাম্পে হামলা

হায়দরাবাদ, ১৮ অক্টোবর: তেলেঙ্গানায় শনিবার ৪২ সংরক্ষণ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ ও রাজ্যজুড়ে বন্ধ পালিত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণপরিবহন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস সংস্থাগুলোর যৌথ আন্দোলন এই বন্ধের ডাক দেয়, যার সমর্থনে এগিয়ে আসে কংগ্রেস, ভারত রাষ্ট্র সমিতি এবং বিজেপির মতো বড় রাজনৈতিক দলগুলি।

এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তেলেঙ্গানা হাই কোর্টের ৯ অক্টোবরের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ, যেখানে স্থানীয় সংস্থায় বিসি সম্প্রদায়ের জন্য ৪২ সংরক্ষণের সরকারি সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ জারি করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট সেই স্থগিতাদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করলে, আন্দোলন আরও তীব্র আকার নেয়।

বন্ধ চলাকালীন হায়দরাবাদে একটি পেট্রোল পাম্পে ভাঙচুর চালানো হয় এবং আশপাশের কয়েকটি দোকানেও হামলা হয়। রাজ্যের গণপরিবহন ব্যবস্থা কার্যত থমকে যায়, কারণ রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলির আহ্বানে তেলেঙ্গানা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাসগুলো ডিপোতেই আটকে রাখা হয়। ফলে দীপাবলির সময় যাত্রা করতে চাওয়া বহু মানুষ বাসস্ট্যান্ড ও রাস্তায় আটকে পড়েন।

রাজ্যের শহর ও গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ দোকানপাট, বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আন্দোলনকারীরা জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব কিছু বন্ধ রাখার আবেদন জানান।

হায়দরাবাদ ও রাজ্যের অন্যান্য অংশে কংগ্রেস, বিআরএস ও বিজেপির নেতা-কর্মীরা আরটিসি ডিপোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভে অংশ নেন। কংগ্রেসের মন্ত্রী পোন্নম প্রভাকর, ভাকিটি শ্রীহরি, সীতাক্কা, কন্ডা সুরেখা এবং সাংসদ অনিল যাদব হায়দরাবাদে বিক্ষোভে অংশ নেন। অন্যদিকে, মন্ত্রী তুম্মালা নাগেশ্বর রাও সত্তুপল্লিতে এবং বিজেপির এতালা রাজেন্দর জুবিলি বাস স্টেশনে বিক্ষোভে যোগ দেন। বিআরএস-এর নেতারাও বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রা ও ধর্ণায় অংশ নেন।তেলেঙ্গানা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বি. মাহেশ কুমার গৌড় বলেন, '৪২ সংরক্ষণের দাবিতে এই আন্দোলনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন। এটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিল এবং জনগণ স্বেচ্ছায় বন্ধে অংশ নেন।' মন্ত্রী ভাকিটি শ্রীহরি বলেন, '৪২ সংরক্ষণের দাবিতে কংগ্রেস সরকার অতীতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। প্রধানমন্ত্রী মোদীকেও আমরা এই দাবি পূরণের আহ্বান জানাই।'

বিআরএস নেত্রী কল্লকুন্তলা কবিতা বলেন, 'কংগ্রেস হোক বা বিজেপি, বিসি সম্প্রদায়কে ভুল বোঝানো বন্ধ করুন। স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন না হলেও কিছু যায় আসে না, আগে সংরক্ষণ নিশ্চিত করুন।' মন্ত্রী সীতাক্কা বলেন, 'এই বন্ধ সমস্ত বিসি সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দাবি। আমরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডির নেতৃত্বে একটি প্রস্তাবও এনেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও উত্তর পাইনি। কেন্দ্র সরকারকে অনতিবিলম্বে এই সংরক্ষণ অনুমোদন করতে হবে, আমরা সেই দাবিতেই আন্দোলন করছি।'

এই দাবিকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরল ঐক্য এবং রাজ্যের সর্বস্তরের অংশগ্রহণে তেলেঙ্গানার রাজনৈতিক আবহ আজ চরমে পৌঁছেছে।

শনিবার ৮নং বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত হয় শ্যামা মায়ের পূজা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কাজের মাঝে রোজ গ্রিন টি খাচ্ছেন কোন ভুলগুলি করলে সুফল পাবেন না

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের রোজের ডায়েটে থাকে গ্রিন টি। শরীরের জন্য এই চা কতটা স্বাস্থ্যকর, তা আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ওজন ঝরানো থেকে ত্বকের জেল্লা বৃদ্ধি করতে গ্রিন টি-র গুণের শেষ নেই। ইদানীং গ্রিন টি খাওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। গ্রিন টি খেলে শরীরের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু গ্রিন টি খাওয়ার সময়ে কয়েকটি বিষয় একটু মেনে চলতে হবে। অন্যথায় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। ১) গ্রিন টি শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর মানেই যে ঘন ঘন সেটি খাবেন, তা ঠিক নয়। অতিরিক্ত খেলেই যে বেশি উপকার পাবেন, তা কিন্তু নয়। বরং গ্রিন টি যদি বেশি পরিমাণে খান, তা হলে সমস্যা আরও বেশি। অতিরিক্ত গ্রিন টি খেলে অনিদ্রা, হজমজনিত নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পরিমাণ বুঝেই গ্রিন টি খাওয়া জরুরি। ২) অনেকের ধারণা, ভরপেট খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিন টি খেলে বেশি ক্যালোরি ঝরে, এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। প্রোটিন পরিপাক করার জন্য শরীরের একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। সেই সময়টা শরীরকে দিতে হবে। গ্রিন টি এই প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই খাওয়ার পরে পরেই এই চা খাবেন না। ৩) সকালে খালি পেটে গ্রিন টি খাবেন না। খালি পেটে এই চা খেলে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, ফলে হজমে গোলমাল শুরু হয়। তাই সকালে হালকা খাবার খেয়ে তার পরেই এই চা খান।

৪) গ্রিন টি খাওয়ার পর পরই কোনও রকম ওষুধ খাবেন না। ওষুধের মধ্যে থাকা রাসায়নিক যৌগ গ্রিন টি-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বদহজমের কারণ হতে পারে।

৫) গ্রিন টি কখনওই ফুটিয়ে খাবেন না। এতে চায়ের স্বাদ ও স্বাস্থ্যকর গুণ দুই-ই খারাপ হয়ে যায়। ঈষদুষ্ণ জলে এই চা পাতা মিনিট খানেক ভিজিয়ে খেলেই সবচেয়ে ভাল স্বাদ পাওয়া যায়।

তালশাঁস খেলে ও মুখে মাখলে উপকার পাওয়া যায়

পাড়ার মোড়ে, মেট্রো স্টেশন থেকে রাস্তায় বেরোনোর মুখে যে ফল বিক্রেতারা বসে থাকেন, তাঁদের ঝুড়িতে এখন তালশাঁসের দেখা মিলবেই। গরম পড়তেই বাজারে তালশাঁসের আনাগোনা শুরু হয়েছে। পেকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ফলের দানা বা বীজটি খাওয়ার মতো অবস্থায় থাকে। নরম, শাঁসযুক্ত এবং সুমিষ্ট এই ফলটি খেলে শরীরও ঠান্ডা হয়।

ভিটামিন সি, কে, ই, আয়রন, কার্বোহাড্রেট, ক্যালশিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে এই ফলে। ভিটামিন বা খনিজের ঘাটতি পূরণ করার পাশাপাশি আর কী উপকার হয় এই ফল খেলে?

১) শসা, তরমুজের মতোই তালশাঁস খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে এই ফল। শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করতেও তাল শাঁস খাওয়া যায়। ২) ক্যালশিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, আয়রন এবং বিভিন্ন রকম ভিটামিন রয়েছে তালশাঁসে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই ফল। ৩) তালশাঁসের মধ্যে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। তাই হজম সংক্রান্ত সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে এই ফল। পেটফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি বমি ভাব কাটাতেও তালশাঁস খাওয়া যায়। ৪) অন্তঃসত্ত্বা এবং স্তন্যদায়ীদের জন্য এই ফল বেশ কাজের। তালশাঁসের মধ্যে নানা রকম ভিটামিন এবং খনিজ রয়েছে। হবু কিংবা নতুন মায়েদের হাড়ের জোর বাড়িয়ে তুলতে এবং শরীরে নানা রকম পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করে তালশাঁস। ৫) গরমে, রোদে বেরোলেই মুখে অ্যালার্জি হয়, মুখ জ্বালা করে? তালশাঁস কুরে বা মিক্সিতে বেটে মুখে মেখে রাখুন। ত্বকের প্রদাহ নিরাময়ে ঘরোয়া টোটকা হিসাবে তালশাঁস দারুণ কাজের।

বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে বানানো যায় মিষ্টি

বেঁচে যাওয়া বাসি ভাত দিয়ে কী করবেন, অনেক সময়েই মাথায় আসে না। কাঁহাতক পান্তা খাওয়া যায়? গরমে তেল-মশলা দিয়ে ভাত ভাজা কিংবা ফ্রায়েড রাইস রাঁধতেও ইচ্ছে করে না। তবে রাতবিরেতে হঠাৎ হঠাৎ মিষ্টি খাওয়ার হুজুগ মাথায় চেপে বসে। আগের দিনের বেঁচে যাওয়া বাসি ভাত দিয়ে কম সময়ে রসমালাই কিন্তু বানিয়ে ফেলা যায়। কী ভাবে? রইল প্রণালী।

উপকরণ: ১ বাটি ভাত, ১ কাপ চিনি, ১ টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ, ১ টেবিল চামচ ময়দা, ১ লিটার দুধ, সামান্য কেশর, কয়েকটা পেস্তাবাদাম

প্রণালী: প্রথমে ভাত, গুঁড়ো দুধ এবং ময়দা মিক্সিতে দিয়ে ভাল করে পেস্ট করে নিন। অন্য একটি পাত্রে জল এবং চিনি দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে সিরা বানিয়ে রাখুন। ভাতের মণ্ড থেকে অল্প অল্প করে লেচি কেটে নিয়ে চ্যাপ্টা আকারে গড়ে নিন। এ বার চিনির সিরার মধ্যে দিয়ে ভাল করে ফুটিয়ে নিন। এ বার কড়াইতে দুধ এবং চিনি দিয়ে হালকা আঁচে জ্বাল দিয়ে থাকুন। দুধ একটু ঘন হয়ে এলে তার মধ্যে চিনি দিয়ে নিন। দুধ ঘন হয়ে মালাইয়ের মতো হয়ে আসবে। তখন ওই চিনির সিরা থেকে মিষ্টিগুলি তুলে মালাইয়ের মধ্যে দিয়ে দিন। কম আঁচে কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিন। উপর থেকে কেশর এবং পেস্তাবাদাম দিয়ে সাজিয়ে নিন। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলে ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

চুলে টক দই মাখলে চুল নরম হয়

চায়ের লিকারে মেহন্দি পাতার গুঁড়ো সারা রাত ভিজিয়ে রেখে তার পর মাথায় মাখতে হয়। তাতে ভাল রং আসে। তবে যাঁদের চুল রুক্ষ বা মাথার ত্বক শুষ্ক, তাঁরা হেনার সঙ্গে কখনও কখনও টক দই মিশিয়ে নেন। তাতে চুলের মসৃণতা বজায় থাকে। চুলের জেল্লা ধরে রাখতেও টক দইয়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু হেনা মেখে তো অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। হাতে যদি বেশি সময় না থাকে তাহলে কী করবেন? সামান্য কিছু উপকরণের সঙ্গেও টক দই মাখা যায়। বেশি ক্ষণ মাথায় রাখার ঝক্কি ছাড়াই চুলের হারানো জেল্লা ফিরে আসতে পারে। টক দই কী কী ভাবে মাথায় মাখা যায়? ১) টক দই, মধু: টক দই এবং মধু চুলের জন্য প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসাবে দারুণ কাজ করে। আধ কাপ টক দইয়ের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। শ্যাম্পু করার পর ভেজা চুলে এই মিশ্রণ মেখে রাখুন মিনিট দশেক। তার পর ধুয়ে ফেলুন। চুলে জট তো পড়বেই না। উল্টে চুল হয়ে উঠবে রেশমের মতো। ২) টক দই, ডিম: একটি ডিমের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ টক দই ফেটিয়ে মাথায় মেখে নিন। পাতলা চুলও ঘন দেখাবে। মাথায় নতুন চুল গজাবে। মাথার ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতেও এই টোটকা বেশ কাজের। মাথার ৩) টক দই, কলা: একটি পাকা কলা চটকে তার সঙ্গে আধ কাপ টক দই মিশিয়ে নিন। অনেকটা স্মুদি বানানোর মতোই দেখতে হবে। এই স্মুদি না খেয়ে মাথায় মেখে নিন।

সজনে পাতা খেলে কি প্রোটিন ক্যালসিয়ামের চাহিদা মিটবে?

দুধ এমন একটি খাবার, যার পুষ্টিগুণ অন্য বিকল্প থেকে খুব একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু দুধ সহ্য হয় না অনেকেরই। দুধ বা দুগ্ধজাত খাবার খেলেই অ্যালার্জি বা হজমের সমস্যা দেখা দেয়। চিকিৎসার পরিভাষায় যাকে বলে "ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স"। এমন সমস্যা যাঁদের থাকে, তাঁরা দুধের বিকল্প খাবারের সন্ধানই করেন। সেক্ষেত্রে সজনে পাতা কি দুধের আদর্শ বিকল্প হতে পারে?

বাঙালির পাতে এই সজনে পাতা বা ফুল যেমন বহুকাল থেকেই কদর

পেয়ে আসছে, তেমনই শরীর সারাতেও এর ভূমিকার কথাও সুবিদিত। সজনেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম রয়েছে। অ্যান্টিঅক্সিডান্টেও ভরপুর এটি। ঋতু পরিবর্তনের সময়ে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, ভিটামিন এ, ই, সি এবং ক্যালসিয়াম ও প্রোটিনে ভরপুর সজনে পাতা দুধের বিকল্প হতে পারে কি না? অথবা সজনে পাতা খেলে প্রোটিনের চাহিদা পুরোপুরি মিটতে পারে কি না?

দুধে ভরপুর ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন থাকে। পুষ্টিবিদদের মতে, সজনে পাতাতেও ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে। তাই দুধ যাঁদের একেবারেই সহ্য হয় না, তাঁরা বিকল্প হিসেবে সজনে পাতা খেতেই পারেন।

অনলাইনে অর্ডার দিয়ে অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষই যে "মোরিঙ্গা পাউডার" কিনে খান, তা আসলে সজনে পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্যাকেটজাত করা। সজনে পাতায় প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে। হাড়ের জোর বাড়ায় সজনে, হার্ট ভাল রাখে, পাশাপাশি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, রক্তাল্পতা কমাতেও এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। নিরামিশাষীদের প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে পারে সজনে পাতা।

এমনিতেই ফসলের ফলন বাড়াতে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার শরীরে নানা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সজনের বেলায় সে সম্ভাবনা কম। তাই পুষ্টিকর সব্জি হিসেবে এখন স্কুল বা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মিড-ডে মিলেও সজনে ফুল, সজনে পাতা বা সজনে ডাঁটার ঝোল, তরকারির চাহিদা বেড়েছে। শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ সারাতেও সজনে পাতা খুবই উপকারি। তবে অন্য মতও আছে। অনেক পুষ্টিবিদের মতেই, শুধু মাত্র সজনে পাতা সম্পূর্ণ ভাবে প্রোটিনের দৈনিক চাহিদা মেটাতে পারে না। সজনের সঙ্গে অন্য শাকসব্জি, ডাল জাতীয় খাবারও রাখতে হবে। যদি কেউ সুষম আহার করতে অভ্যস্ত হন, তা হলে রোজকার খাবারে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট নির্দিষ্ট পরিমাণে রাখা দরকার। মাছ-মাংস, ডিম বা দুধ না খেলে তার জায়গায় সজনে পাতা ছাড়াও নানা রকম দানাশস্য (গম, ওটস, বাজরা, মিলেট ইত্যাদি), ফল, সবুজ শাকসব্জি রাখতেই হবে। সজনে পাতায় এত বেশি ফাইবার থাকে যে, খুব বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেললে হজমের সমস্যা হতে পারে। তাই দুধ বা অন্য প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে বিকল্প হিসেবে সজনে পাতা খাবেন কি না তা পুষ্টিবিদ বা চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেওয়াই ভাল।

ভুঁড়ি কমাতে রোজ পুশআপ করেন?

জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় পান না অনেকেই। মেদ ঝরাতে তাই বাড়িতেই টুকটাক শরীরচর্চা করেন কেউ কেউ। ফিটনেস প্রশিক্ষকদের মতে, বাড়িতে বেশ কিছু নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করলেও মিলতে পারে মনের মতো চেহারা। মেদ ঝরাতে অনেকেই পুশআপে ভরসা রাখেন। তবে দেহের ভারসাম্য দু'হাতের উপর রেখে পুরো শরীর উপর-নীচ করার এই কেরামতি কিন্তু মোটেই সহজ নয়!

নিয়মিত পুশআপ করতে পারলে শরীরের শক্তি বাড়ে, পেশির জোর বাড়ে, ক্যালোরি ঝরে, মানসিক শক্তি দৃঢ় হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

দেখতে সহজ হলেও সঠিক পদ্ধতি মেনে ব্যায়ামটি করা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। সঠিক পদ্ধতি মেনে এই ব্যায়ামটি না করলে চোট লাগার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি সঠিক পন্থা মেনে না করলে ব্যায়ামের সুফলও মিলবে না! জেনে নিন, পুশআপ করার ক্ষেত্রে কোন ভুলগুলি অধিকাংশ লোকই করে থাকেন। ১) এই ব্যায়াম করার সময় একেবারে কাঁধ বরাবর সোজাসুজি হাত রাখতে হবে। হাতের তালু থাকবে মাটির উপরে। নইলে ব্যায়ামের পুরো উপকারিতা পাবেন না। ২) এই ব্যায়াম করার সময়ে ঘাড় নিচু করে মেঝের দিকে তাকালে হয়তো আপনার উপর-নীচ করতে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এতে ঘাড়ে ব্যথা হওয়া, চোট পাওয়ার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়। এই ব্যায়ামের সুফলও পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে ঘাড় সব সময়ে সোজা রাখতে হবে এবং দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে। ৩) পুশআপ করার সময়ে গোটা শরীর একটি সরলরেখা বরাবর থাকবে। অনেকেই পুশআপ করতে গিয়ে নীচে নামার সময়ে নিতম্ব ঝুঁকিয়ে ফেলেন। এই পদ্ধতিটি ঠিক নয়। ৪) এই ব্যায়াম করার সময়ে শরীর যেন কোনও ভাবেই মাটিতে স্পর্শ না করে, সচেতন থাকুন। ধরুন অল্প সময় আপনি ৩০টি পুশআপ করে নিলেন অথচ পদ্ধতিতেই গলদ রয়ে গেল। সে ক্ষেত্রে কোনও লাভই হবে না শরীরে। সময় নিয়ে সঠিক পদ্ধতি মেনেই পুশআপ করুন। ৫) পুশআপ করার সময়ে সব সময় নাক দিয়ে নিশ্বাস নিতে হবে, মুখ দিয়ে নিলে কিন্তু চলবে না। শরীর নীচের দিকে নামানোর সময় শ্বাস নিন এবং উপরে ওঠার সময়ে শ্বাস ছাড়ুন। শরীরচর্চা করার সময় নিঃশ্বাস নেওয়ার পদ্ধতিও কিন্তু ভীষণ

২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবেন

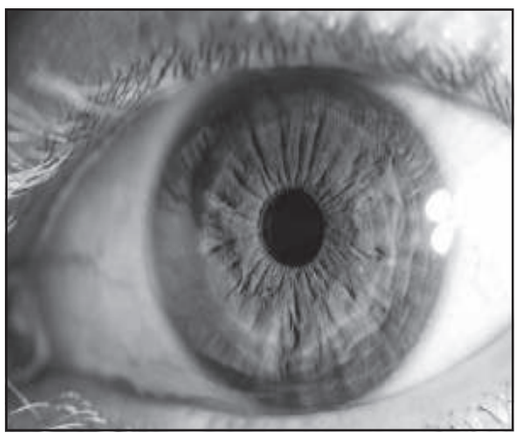

সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাদের হাত চলে যায় মোবাইলের দিকে। মিনিট দশ-পনেরো সমাজমাধ্যমে উঁকি না দিলে অনেকেরই দিন শুরু হয় না। শৌচালয়ে গিয়েও শান্তি নেই, সেখানেও সঙ্গী ফোন। কেবল বড়দেরই নয়, শিশুদেরও এখন পড়াশোনা চলে অনলাইনে। তাদের ক্ষেত্রেও "স্ক্রিন টাইম" আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে কোভিডের পর।

মোবাইল, ল্যাপটপ কিংবা ট্যাব যে কোনও স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘ ক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে দৃষ্টিশক্তি কমে যাচ্ছে তাদের। বাড়তি স্ক্রিন টাইমের কারণে দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হচ্ছে অনেকেরই। চিকিৎসকেরা এই সমস্যাকে বলেন মায়োপিয়া। এই সমস্যায় যাঁরা আক্রান্ত হন, তাঁরা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা সব কিছু ঝাপসা দেখেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের অর্ধেক সংখ্যক মানুষ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবেন। মায়োপিয়ায় আক্রান্ত রোগী কাছের জিনিস দেখতে পারলেও দূরের জিনিস দেখতে তাঁদের সমস্যা হয়। মায়োপিয়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে। তবে চিকিৎসকদের মতে, মায়োপিয়ার অন্যতম বড় কারণ হল সূর্যের আলোয় কম সময় কাটানো। চিকিৎসকদের মতে, চোখের স্বাস্থ্যের জন্য প্রাকৃতিক আলো ভীষণ জরুরি। বিশেষ করে, শিশুদের ক্ষেত্রে সূর্যের আলোয় বেশি ক্ষণ থাকলে রেটিনায় ডোপামিন নামক যৌগের ক্ষরণ বেড়ে যায়। এই যৌগ দৃষ্টিশক্তির উন্নতিতে এবং মায়োপিয়া প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই শিশুদের দিনের আলো থাকতে থাকতে বেশি করে বাড়ির বাইরে সময় কাটানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। চোখ ভাল রাখতে এই অভ্যাস খুব স্বাস্থ্যকর।

মায়োপিয়ার উপসর্গ কী? ১. দূরের কোনও জিনিস একেবারে ঝাপসা দেখা। ২. দূরের কোনও জিনিসকে স্পষ্ট দেখার জন্য চোখের পাতা কুঁচকে কাছাকাছি নিয়ে আসা।

৩. সারা ক্ষণ মাথাব্যথা করা।

৪. চোখে যন্ত্রণা।

মায়োপিয়ার ঝুঁকি এড়াতে সবার আগে ফোন থেকে দূরে থাকা ভীষণ জরুরি। সকালে উঠে ফোনের পিছনে সময় নষ্ট না করে বাইরে বেরিয়ে হালকা শরীরচর্চা কিংবা হাঁটাহাটি করতে পারেন। শিশুরা স্কুল থেকে ফিরলে অবশ্যই সন্ধে হওয়ার আগে তাদের মাঠে খেলতে পাঠান। ঘরে বসে ভিডিয়ো গেম নয়, ছুটির দিনে বেশি করে প্রাকৃতিক আলোয় সময় কাটাতে উৎসাহী করে তুলুন খুদেকে।

কেন মাঝ আকাশে তীব্র ঝাঁকুনি হয় বিমানে?

"আবহাওয়া অনুকূল নয়, দয়া করে সিটবেল্ট বেঁধে বসুন"... বিমানে যাঁরা প্রায়ই সফর করেন, তাঁরা এমন ঘোষণা শুনেই থাকবেন। মাঝ আকাশে আচমকা আবহাওয়ার মতিগতি বদলে গেলে, দুর্যোগ শুরু হয়ে গেলে তীব্র ঝাঁকুনি অনুভূত হয় বিমানে। মনে হয় যেন গোটা বিমানটাই দুলে উঠল। ঝোড়ো হাওয়ার গতি বাড়লে এক ধাক্কায় বিমান কয়েক হাজার ফুট অবধি নীচে নেমে আসতে পারে।

তখন ঝাঁকুনি আরও প্রবল হয়। পাইলট ঘোষণা করেন, বিমান "এয়ার টার্বুল্যান্স"-এ পড়েছে।

এখন কথা হল, এই এয়ার টার্বুল্যান্স কী? মাঝ আকাশে বিমানে এমন ঝাঁকুনি হলে কী কী সমস্যায় পড়তে পারেন যাত্রীরা?

এয়ার টার্বুল্যান্স কী?

প্রচণ্ড ঝড় বা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে পড়লে বিমান অনেক সময়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। সাধারণত দেখা যায়, ঝড়ের সময়ে দুই বিপরীতমুখী হাওয়ার গতির মাঝে যদি বিমান চলে আসে, তা হলে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি হয় বিমানে। কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বিমানচালক। বিমান তখন এক ধাক্কায় বেশ কিছুটা নীচে নেমে আসে। ঝোড়ো হাওয়ার গতি যদি বেশি হয়, তা হলে ঝাঁকুনিও আরও তীব্র হয়। তখন বলা হয়, বিমান এয়ার টার্বুল্যান্সে পড়েছে।

সাধারণত দেখা যায়, তুমুল ঝড়বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময়ে এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে। হাওয়ার চাপ খুব বেশি থাকলেও অনেক সময়ে বিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। দুই বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহ কখন একে অপরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করবে, তার আভাস আগে থেকে পাওয়া যায় না। ভুলবশত এই দুর্যোগের মধ্যে যদি বিমান চলে আসে, তখনই বিপদ ঘটে যায়। আমরা জানি, ঝড়ের সময়ে গরম হাওয়া পাক দিয়ে উপরে উঠতে থাকে, সেই শূন্যস্থান পূরণ করে ঠান্ডা হাওয়া। এই দুই হাওয়ার গতি ও অভিমুখ ভিন্ন। অনেক সময়েই দেখা যায়, বিপরীতমুখী এই দুই বায়ুপ্রবাহ এলোমেলো ভাবে বইছে। ফলে সেই জায়গায় হাওয়ার ঘূর্ণি তৈরি হয়। এটাই এয়ার টার্বুল্যান্সের কারণ। ইদানীংকালে বজ্রপাতের ঘটনা সাঙ্ঘাতিক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। জলবায়ু বদলের কারণে আবহাওয়াও খামখেয়ালি। তাই বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা বেড়ে চলেছে।

বিমানে আচমকা ঝাঁকুনি হলে কী কী সমস্যা হতে পারে যাত্রীদের?

এয়ার টার্বুল্যান্স চার রকমের হয় হাল্কা, মাঝারি, তীব্র এবং অতি তীব্র।

ঝাঁকুনি যদি হাল্কা বা মাঝারি হয় এবং কয়েক সেকেন্ডের জন্য হয়, তা হলে তেমন কোনও সমস্যা হয় না। সিটবেল্ট বাঁধা থাকলেও ঝাঁকুনি অনুভব করতে পারেন যাত্রী। কিন্তু সিটবেল্ট পরা না থাকলে সিট থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত লাগতে পারে।

কিন্তু ঝাঁকুনি যদি তীব্র বা অতি তীব্র হয়, তখনই নানা বিপদ ঘটতে পারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার ফুট নেমে আসতে পারে বিমান। তখন প্রচণ্ড ধাক্কায় আঘাত লাগতে পারে যাত্রীদের, মাথা ফেটে যেতে পারে, সিটবেল্ট খুলে গিয়ে বা ছিঁড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙতে পারে। এমনকি, বিমানের তীব্র ঝাঁকুনির কারণে যাত্রী মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। কোনও যাত্রীর হৃদরোগ থাকে, তা হলে তার জন্য তীব্র ঝাঁকুনি প্রাণ সংশয়ের কারণ হতে পারে। অনেক সময়েই দেখা যায়, বিমানে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি শুরু হলে ভয়ে ও আতঙ্কে ব্ল্যাকআউট হয়ে গিয়েছেন যাত্রী অথবা বমি করতে শুরু করেছেন অনেকে। আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় "প্যানিক অ্যাটাক"ও হতে পারে।

২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আমেরিকায়।

কোন দশটি পথে সবচেয়ে বেশি ঝাঁকুনির মুখে পড়েছে বিমান? ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমস্ফিয়ারিক রিসার্চের রিপোর্ট বলছে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে আমেরিকায়। যাত্রীদের আহত হওয়ার খবর এলেও বিমানের তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আমেরিকা ও ব্রিটেনের আবহাওয়া দফতরের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বিমান চলাচলের এমন দশটি পথ আছে, যেখানে ঝাঁকুনির ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। আচমকা কোনও পূর্বাভাস ছাড়াই এয়ার টার্বুল্যান্সের মুখে পড়ে যায় বিমান।

কী কী সেই পথ- ১) সান্তিয়াগো থেকে সান্তাক্রুজ ২) আলমাটি থেকে বিশকেক ৩) ল্যানঝো থেকে চেংড়ু ৪) সেন্ট্রায়ার থেকে সেন্ডাই ৫) মিলান থেকে জেনেভা ৬) ল্যানঝো থেকে জিয়াংইয়াং ৭) ওসাকা থেকে সেন্টাই ৮) জিয়াংইয়াং থেকে চেংড়ু ৯) জিয়াংইয়াং থেকে চংকিং ১০) মিলান থেকে জুরিখ ব্রিটেনের রিডিং ইউনিভার্সিটির গবেষকরা বলছেন, ১৯৭৯ সালের পর থেকে ২০২০ সাল অবধি বিমানে ঝাঁকুনির ঘটনা প্রায় ৫৫ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল জলবায়ুর বদল। পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উষ্ণতাও ক্রমবর্ধমান। ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় তৈরি হচ্ছে সাগর-মহাসাগরে। আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতিতেও অনেক বদল আসছে। ফলে মাঝেমধ্যেই এমন ঘটনা ঘটছে। যাত্রীদের কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে? বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানযাত্রার পুরোটাই সিটবেল্ট বেঁধে রাখলে ভাল হয়। বিশেষ করে পাইলট যদি ঘোষণা করে যে বিমান দুর্যোগে পড়তে পারে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই সিটবেল্ট বেঁধে নেওয়া ভাল। মন শান্ত রাখা জরুরি। বেশি চিন্তা বা আতঙ্কে শরীর খারাপ হতে পারে। অনেক সময়ে দেখা যায়, ঝাঁকুনি হাল্কা হলেও বেশি দুশ্চিন্তার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে যাত্রী।

শনিবার আগরতলা পুর নিগমের ১৪নং ওয়ার্ডে দিওয়ালী উপহার প্রদান করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

মোজাম্বিকে নৌকাডুবিতে অন্তত ৩ ভারতীয় নিহত নিখোঁজ ৫ ভারতীয় হাইকমিশনের নিশ্চিতকরণ

বেইরা, ১৮ অক্টোবরঃ মোজাম্বিকের বেইরা বন্দরের কাছে ভারতীয় নাবিক বহনকারী একটি লঞ্চ ডুবে যাওয়ার ঘটনায় অন্তত তিনজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত পাঁচজন নিখোঁজ রয়েছেন। শুক্রবার এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে, যা শনিবার নিশ্চিত করেছে ভারতীয় হাইকমিশন।

১৪ জন ভারতীয় ক্রু সদস্যকে বহনকারী একটি লঞ্চ বেইরা বন্দরের উপকূলে একটি ট্যাঙ্কার জাহাজে ক্রু স্থানান্তরের সময় হঠাৎ উল্টে যায়। এ ঘটনায় পাঁচজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন বর্তমানে বেইরার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এক বিবৃতিতে ভারতীয় হাইকমিশন জানায়, “মোজাম্বিকের বেইরা বন্দরের কাছে একটি লঞ্চে ১৪ জন ভারতীয় নাবিক ছিলেন, যারা একটি ট্যাঙ্কার জাহাজে উঠার সময় দুর্ঘটনার শিকার হন। এই ঘটনায় কিছু ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে কিছুজন প্রাণ হারিয়েছেন এবং কয়েকজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।” উদ্ধারকৃত আহত ভারতীয় নাগরিককে হাসপাতালে দেখতে গেছেন ভারতীয় মিশনের এক কনসুলার আধিকারিক এবং সেখান থেকে উদ্ধার ও সহায়তা কার্যক্রম তদারকি করছেন।ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছে ভারতীয় হাইকমিশন। তারা জানিয়েছে, “বেইরা বন্দরের কাছে একটি নৌকাডুবির ঘটনায় তিনজন ভারতীয়সহ যেসব প্রাণহানি ঘটেছে, তাদের জন্য আমরা গভীর শোকপ্রকাশ করছি। মিশন সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে এবং সবরকম সাহায্য প্রদান করছে।”

ঘটনাস্থলে এখনও উদ্ধার অভিযান চলছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সমুদ্রসীমা নিরাপত্তা বাহিনী ও ভারতীয় মিশন যৌথভাবে নিখোঁজদের সন্ধানে তৎপর রয়েছে। পাশাপাশি হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জরুরি যোগাযোগের নম্বরও প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে স্বজনেরা বা সংশ্লিষ্টরা প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন।

ভারতীয় হাইকমিশন আশ্বাস দিয়েছে যে, তারা পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

জিএসটি ২.০ সংস্কারে উৎসবে রেকর্ড বিক্রি অর্থনীতিতে জোরদার গতি: নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর — জিএসটি ২.০ সংস্কার দেশের অর্থনীতিকে এক নতুন গতি দিয়েছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তিনি জানান, উৎসব মরসুমে ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল ও কনজিউমার গুডস-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে রেকর্ড বিক্রি হয়েছে। আজ দিল্লিতে ‘জিএসটি বচত উৎসব’ উপলক্ষে আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ’জিএসটি হার হ্রাসের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। জিএসটি ২.০ সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে, যার ফলেই চাহিদা ও বিক্রিউভয় ক্ষেত্রেই বিস্ময়কর বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এ বছরের নবরাত্রি উৎসবে রেকর্ড বিক্রির নজির তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, “গত বছরের তুলনায় এবার নবরাত্রিতে ইলেকট্রনিক্স বিক্রি ২৫ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া, জিএসটির কারণে খাদ্যদ্রব্যের দামও হ্রাস পাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর।” পাশাপাশি বৈষ্ণব জানান, “ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর চাহিদা বাড়ার ফলে উৎপাদন খাতও বড়সড় লাভের মুখ দেখছে।”

বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, “এই নবরাত্রিতে গাড়ি বিক্রিতে বিশাল ঊর্ধগতি লক্ষ্য করা গেছে। ইলেকট্রনিক্স সেক্টরে সমস্ত আগের রেকর্ড ভেঙে গেছে।” তিনি আরও বলেন, “বিশ্বজুড়ে যখন আর্থিক অস্থিরতা চলছে, তখন ভারতের বৃদ্ধির গতি এতটাই শক্তিশালী যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল পর্যন্ত ভারতের প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়ে ৬.৬ শতাংশ করেছে।”‘জিএসটি বচত উৎসব’-এর মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য হলো ভোক্তাদের সচেতন করা যে, কর হ্রাসের সুবিধা যেন সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছায়। সরকারের দাবি, জিএসটি সংস্কারের ফলে বাজারে ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে এবং উৎসবের বাজারে তারই প্রমাণ মিলেছে।চলমান উৎসব মরসুমে রেকর্ড বিক্রির এই পরিসংখ্যান ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য। সরকার বলছে, উন্নত কর ব্যবস্থা, উৎপাদন সহায়ক নীতিমালা এবং চাহিদাভিত্তিক বাজারই ভবিষ্যতের ‘বিকশিত ভারতের’ রূপরেখা তৈরি করছে।

বিহার নির্বাচনে ‘পূর্ণ শক্তি’ নিয়ে নামছে এনডিএ, অমিত শাহ-চিরাগ পাসওয়ানের কৌশলগত বৈঠক, বিরোধীদের ‘অস্থিরতা’ নিয়ে কটাক্ষ

পাটনা, ১৮ অক্টোবরঃ বিহারের রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা চরমে। রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারে নামছে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচারাভিযান, যার অংশ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ১২টি মেগা জনসভা করবেন মোদী।

অন্যদিকে, শনিবার পাটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) প্রধান চিরাগ পাসওয়ানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকে এনডিএ-র নির্বাচনী কৌশল, প্রচারের ছক এবং আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। বৈঠকের পরে চিরাগ পাসওয়ান বলেন, “একদিকে বিভ্রান্তিতে ভরা মহাজোট, অন্যদিকে প্রতিদিন সংহতির দিকে এগিয়ে চলা এনডিএ। এনডিএ-ই একমাত্র বিকাশ-নির্ভর জোট, যেখানে কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, অপরাধ নয়।”তিনি ৯০-এর দশকের বিহারের ‘জঙ্গলরাজ’-এর প্রসঙ্গ তুলে বিরোধী দলগুলির উপর কড়া আক্রমণ শানিয়ে বলেন, “বিহারের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিযায়ী সমস্যা দেখা গিয়েছিল তখন, যখন আরজেডি-কংগ্রেসের শাসনে জঙ্গলরাজ চলছিল।”

চিরাগ প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিহারে ঘন ঘন সফর এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রতি তার আগ্রহের। তিনি বলেন,“প্রধানমন্ত্রী মোদী বিহারের বিকাশের জন্য নিবেদিত। উন্নয়নই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।”

প্রধানমন্ত্রী মোদীর আসন্ন ১২টি মেগা জনসভা বিহারে এনডিএ-র ভোট প্রচারের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে। গয়া, ভাগলপুর, পাটনা ও মুজাফফরপুর-সহ একাধিক জেলায় এই সভাগুলি অনুষ্ঠিত হবে।শুধু মোদী নন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জে.পি. নাড্ডা ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-ও রাজ্যে সক্রিয়ভাবে প্রচারে অংশ নিচ্ছেন। এনডিএ-র অন্তর্গত অন্যান্য শরিক দলগুলির মধ্যেও আসন ভাগাভাগি নিয়ে প্রায় চূড়ান্ত সমঝোতা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউনাইটেড) - জেডিইউ - এনডিএ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিপরীতে, বিহারের প্রধান বিরোধী জোট ‘মহাগঠবন্ধন’ (মহাজোট)-এ দেখা যাচ্ছে ব্যাপক অস্থিরতা ও সমন্বয়হীনতা। কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও আরজেডি-র সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা চলছে, যা চিরাগ পাসওয়ানের বক্তব্যকেই যেন সত্য প্রমাণ করছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এনডিএ যেখানে সুসংগঠিত ও দৃঢ় কৌশলে ভোটের ময়দানে নামছে, সেখানে মহাজোটের এই অস্থিরতা তাদের অবস্থানকে দুর্বল করছে।

লখনউ থেকে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম ব্যাচের আনুষ্ঠানিক পতাকা উৎসর্গ, উপস্থিত রাজনাথ সিং ও যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৮ অক্টোবর — আজ উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ে ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস ইউনিট থেকে প্রথম ব্যাচের ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের আনুষ্ঠানিক পতাকা উৎসর্গ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, “এখন পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের পরিধি রয়েছে এবং সারা দেশ এই শক্তিকে জানে। দেশের শত্রুরা আর ব্রহ্মোস থেকে পালাতে পারবে না।” তিনি আরও বলেন, “অপারেশন সিন্দুর ছিল কেবল এক ট্রেইলার মাত্র।”

মন্ত্রী জানান, ব্রহ্মোস শুধু একটি ক্ষেপণাস্ত্র নয়, এটি দেশের উন্নত স্বদেশী প্রযুক্তির প্রতীক। তিনি বলেন, “ব্রহ্মোসে রয়েছে প্রচলিত ওয়ারহেড, উন্নত গাইডেড সিস্টেম এবং এটি সুপারসনিক গতিতে দীর্ঘ দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম। গতি, নির্ভুলতা ও শক্তির এই সমন্বয় ব্রহ্মোসকে বিশ্বের সেরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে একটি করে তোলে।”

রাজনাথ সিং আরও বলেন, “দেশ প্রতিরক্ষা উৎপাদন খাতে তার ছাপ ফেলছে এবং বহু দেশ এখন ভারতের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় আগ্রহী। সম্প্রতি ব্রহ্মোস দল দুইটি দেশের সঙ্গে চার হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।”

উল্লেখ্য, লখনউয়ের ব্রহ্মোস ইউনিট হলো উত্তরপ্রদেশ ডিফেন্স করিডরের প্রথম প্রতিষ্ঠান, যেখানে ক্ষেপণাস্ত্র সিস্টেম তৈরির প্রতিটি ধাপ উৎপাদন থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষাসম্পূর্ণরূপে দেশীয় প্রযুক্তিতে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী বুস্টার বিল্ডিং উদ্বোধন করেন এবং বুস্টার ডকিং প্রক্রিয়ার একটি প্রদর্শনীও দেখেন।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজের বস্ত্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

কৈলাসহর।। শক্তির আরাধনা শ্যামাপূজা ও আলোর উৎসব দীপাবলি””’কে সামনে রেখে বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজ, উজান দুধপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার কুমারঘাট ব্লকের অধীন উজান দুধপুর পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গনে বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারী-পুরুষের মধ্যে এক বস্ত্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ১২০ জন নারী-পুরুষের মধ্যে ধুতি-শাড়ি বিতরণ করা হয়।নানা বয়সী মানুষ এতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিমন্ডলীতে ছিলেন, সর্বশ্রী সুনীল ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন আচার্য, রজত কান্তি ভট্টাচার্য এবং ওমপ্রকাশ আচার্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, অঞ্চল সম্পাদক সুকান্ত ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগঠনের অঞ্চল কমিটির সদস্য অজয় কুমার ভট্টাচার্য এর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও এক মিনিট মৌন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। সংগঠনের সুযেন্দ্র চক্রবর্তী পরিবেশন করেন সংগীত। এখানে প্রধান অতিথি”র ভাষনে বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজ এর রাজ্য সংগঠন সম্পাদক সুধাংশু ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে এধরনের কর্মসূচি আয়োজন করায় উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজ সংগঠন রাজ্যব্যাপী অ-রাজনৈতিক ও অ-লাভজনক সংগঠন। গত ২০১৪ সালের ২৩ শে মার্চ এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাজধানী আগরতলা”তে সংগঠনের নিজস্ব ভবন রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে রয়েছে, শিক্ষালয় চতুষ্পাটী। এই অনুষ্ঠানে সংগঠনের কৈলাসহর বিভাগীয় কমিটি ও বিভিন্ন অঞ্চলের পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন। কুমারঘাট ব্লকের উজান দুধপুরের এই গামীণ এলাকায় সাড়া জাগানোএই কর্মসূচি ঘিরে জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ -উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

Post Matric Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

National Scholarship Portal (NSP 2.0) এর মাধ্যমে মাধ্যমিকোত্তর বৃত্তি (http://Scholarship.Gov.in) (Post - Matric Scholarship) ২০২৫-২৬ ইং এ পাবার জন্য যেসমস্ত OBC ছাত্রছাত্রীরা Online দরখাস্ত করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে Post-Matric Scholarship সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এই Website: www.obcw.tripura.gov.in এর মাধ্যমে অবগত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে এবং এই নম্বরে ০৩৮১-২৩২-৯০৩৪, ৮৭২৯৮৯৯৩৩২ যোগাযোগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে ছাত্র-ছাত্রীদের online আবেদন করার সময়সীমা আগামী ৩১শে জানুয়ারী, ২০২৬ ইং পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে। (Fresh- Renewal)

(Nirmal Adhikari– IAS)
Director
OBC Welfare Department

ICA/D-1171/25

Walk-in-Interview

Application are invited for the engagement of Guest Lecturer to take classes during the academic year 2025-26 on payment of Rs.500/- (Five hundred rupees only) per class of 45 minutes. Eligible candidate having 55% marks (5% relaxable for SC/ ST candidates) in Master Degree from a recognized Universities are requested to submit their documents before the interview Board on 24/10/ 2025 at 11:AM for the subjects of Bengali, Education, Political Science, History, Environment Science (EVS) and on 28/10/2025 at 11:AM for the subjects of Hindi, Kokborok, English, Phyisical Education, Philosophy and NCC in the chamber of the Principal with application in plain paper along with relevant documents/ Certificates duly self-attested and original copies thereof. Preference will be given to the candidates having Ph.D, NET/ SLETqualifications as per UGC Guidelines for Government General Degree College.

The engagement will be purely on temporary basis. No TA/DA will be paid to the candidates for appearing before the interview Board.

(Dr. Bhupendra Debbarma)
Principal-In-Charge
ICA/D-1164/25 Government Degree College, Khumulwng, Tripura west

বিশ্বজুড়ে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনগুলো উদযাপিত করল দীপাবলি উৎসব

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর : ভারতের সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক মিশনগুলো দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দীপাবলি উৎসব উদযাপন করেছে। এই উৎসব ঐক্য, সম্প্রীতি ও আলো ছড়ানোর বার্তা বহন করছে।

জাপানের শিমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় কমিউনিটি, শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকরা একত্রিত হয়ে দীপাবলি উৎসব পালন করেন। টোকিওয় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের চার্জ দ’আফেয়ারস আর. মধু সুদান একটি ভিডিও বার্তায় দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ভারতের দূতাবাস জানায়, জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা উৎসবে অংশ নিয়ে ভারতের সাথে জাপানের সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রমাণ করেছেন।

ন্যাশনাল থিয়েটারে মিয়ানমার ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় প্রবাসী সংগঠনগুলো একত্রে দীপাবলি উদযাপন করে। এই অনুষ্ঠানে ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি এবং সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরা হয়।

বুদাপেস্টে ভারতীয় দূতাবাসের অমৃতা শের-গিল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের হিন্দি শিক্ষার্থীরা দীপাবলি উৎসবে অংশ নেয়।

সুয়ায় পুলিশ সদর দপ্তরে দীপাবলি উৎসব পালিত হয়, যেখানে ন্যায়বিচারের প্রতি নতুন দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

ফিজির ভারতীয় ডায়াস্পোরা এবং ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষভাবে সম্মানিত হয়।

দুবাইয়ে আল সিফ এলাকায় দীপাবলি উৎসবের উদ্বোধনে ভারতীয় কনসুল জেনারেল সতীশ সিভান উপস্থিত থেকে ভারতীয় প্রবাসীদের শুভেচ্ছা জানান।

এই উৎসবের মাধ্যমে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনগুলো দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরছে এবং আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির দৃঢ়তা নিশ্চিত করছে।

ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে ভয়াবহ আগুন, সংসদ সদস্যদের থাকার ভবনে আতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ১৮ অক্টোবর: দিল্লির বিএডি মেগ্রের ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্টে শনিবার একটি বড় ধরনের আগুন লেগেছে। এই বহুতল ভবনে লোকসভা ও রাজ্যসভা সদস্যরা থাকেন। ভবনটি ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেছিলেন। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।

আগুন ভবনের উপরের তলায় শুরু হলে আশেপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ঘটনাস্থলে অনেকগুলি ফায়ার ইঞ্জিন পাঠানো হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র অ্যাপার্টমেন্ট পার্লামেন্ট থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে অবস্থিত, যা সংসদ সদস্যদের সরকারি বাসস্থানের জন্য বরাদ্দ।তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সাকেত গোহালে সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ করেছেন, আগুন লাগার পরেও ৩০ মিনিট ধরে ফায়ার ব্রিগেডের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তিনি দিল্লি সরকারকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

আপাতত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছেন। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে।

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 04/11/2025 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Repairing of Bani Vidyapith Girls HS School under Sadar of West Tripura District during the year 2025-26 PNIET No:-119/EE/ENGG.CELL/ SAMAGRA/2025-26 DNIET No:-88/EE/ENGG.CELL/ SAMAGRA/2025-26	1,99,999.00	4000.00	30 Days	Upto 3 PM 04-11-2025 Upto 15:00 Hrs	At 04-11-2025 Upto 16.00 Hrs on 11 AM	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C-2636/25

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

WALK IN INTERVIEW FOR GUEST/VISITING LECTURER

Applications are invited in plain paper along with complete Bio-data for walk -in interview for the engagement of Guest/ Visiting Lecturers for College of Teacher Education, Kumarghat in the following Subjects:-

English, Political Science, Education, Bengali, History, Commerce, Fine Arts and Physical Education.

Candidates are requested to bring their original certificates with photocopy of the same along with an application in a plain paper on 24/10/2025 to the office of the principal, College of Teacher Education (CTE),Kumarghat, Unakoti, Tripura at 11.00 a.m. to 3.00 p.m.

Essential Qualifications:

1. a) At least 55% marks in Master degree level (relaxation of 5% marks in case of SC/ST/PH candidates) in relevant subject and having B.Ed./M.Ed. (M.P.Ed in Physical Education) degree.

b) Priority to be given to NET/SLET/Ph.D holder candidates.

2. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Govt.

3. Payment of Honorarium and other terms and conditions for the engagement will be made as per Guidelines/norms of the state Government from time to time.

4. No TA/DA will be paid for attending the interview.

ICA/D/1155/25

Sd/Illegible
Principal-(I/C) & H.O.
CTE, Kumarghat Unakoti, Tripura

NIT NO: e-PT-14/EE/RD/ MNU/D/2025-26, dt.15-10-2025

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) Maintenance work and Electrification work under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-6 up to 3.00 P.M on 24-10-2025 as per the terms condition mentioned in DNIT. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/2625/25

For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Bine Kamatia)
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai

CORRIGENDUM

Name of Work- Selection of agency for supply of 500 nos. electric auto-rickshaw.
In reference to E-Tender Notice No. 16-213/TW/PME/2023-24/ Part-2/I/975125/2025, dated 25/ 09/2025, and Tender ID:2025_DTWJD_65984_1 published on 26/09/2025 in the e-procurement portal (https:// tripuratenders.gov.in), the pre-bid meeting has been rescheduled and will now be held on 23.10.2025 at 11:00 AM in the Conference Hall of the Directorate.
ICA/C 2614/25

Director of Tribal Welfare

UDAIPUR. GOMATI DISTRICT. TRIPURA.
PRESS NIET. NO. 08/EE/DWS/DIVN/UDP/2025-26
Dated. 16-10-2025

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District Tripura, on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES/ Railway for the following work through e-procurement portal:-

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT NO. 54/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	752,174.00	15,043.00
2	DNIeT NO. 55/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	969,335.00	19,387.00
3	DNIeT NO. 56/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	1,399,427.00	27,989.00
4	DNIeT NO. 57/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	1,942,236.00	38,845.00
5	DNIeT NO. 58/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	2,426,015.00	48,520.00
6	DNIeT NO. 59/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	2,419,897.00	48,398.00
7	DNIeT NO. 60/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	252,327.00	5,047.00
8	DNIeT NO. 61/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	2,325,139.00	46,503.00
9	DNIeT NO. 62/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	100,602.00	2,012.00
10	DNIeT NO. 63/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	193,624.00	3,872.00
11	DNIeT NO. 64/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	2,331,216.00	46,624.00
12	DNIeT NO. 65/EE/DWS/DIVN/ UDP/2025-26	297,400.00	5,948.00

Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 23- 10-2025
Place, Time and date of opening of online bid : 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 23-10-2025 If possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/ Killa/ Rig and the website https://www.tripuratenders.gov.in

ICA/C-2642/25

(Er. B. Ch. Datta)
Executive Engineer
DWS Division, Udaipur
Gomati District, Tripura

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাকক্ষে গতকাল জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি শিবায়ন দাস। সভায় জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যাগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।
সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, স্বাবলম্বন প্রকল্পে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ৭৩ জনের ঋণের আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হয়েছে। এরমধ্যে ৭ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। পি.এম.ই.জি.পি. প্রকল্পে পশ্চিম জেলায় চলতি অর্থবছরে ২৬ জনের ঋণের আবেদনপত্র মঞ্জুর করা হয়েছে। পি.এম. বিশ্বকর্মা প্রকল্পে ৬২৮ জনের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলায় ৩৩.৪০ একর জমি তুঁত চাষের আওতায় এসেছে। এরফলে ৬৬ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছে। এছাড়া এবছর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৬০০ কেজি রেশম গুটি পোকার চাষ হয়েছে বলে আধিকারিক জানান। পশ্চিম জেলার অন্তর্গত আগরতলা, যোগেন্দ্রনগর, মজলিশপুর, মোহনপুর ও শানখলা হস্তকারু ক্লাস্টারগুলিতে কারুশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ চলছে এবং প্রতিটি ক্লাস্টারে ৩০ জন করে শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

জেলা পাবলিক রিলেশন অফিসার, জেলা মিডিয়া নোডাল অফিসার এবং জেলা সোশ্যাল মিডিয়া নোডাল অফিসারদের (ডিএসএমএনও) নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: আসন্ন ভোটার তালিকার সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে জেলা পাবলিক রিলেশন অফিসার (ডিপিআরও), জেলা মিডিয়া নোডাল অফিসার (ডিএমএনও) এবং জেলা সোশ্যাল মিডিয়া নোডাল অফিসার (ডিএসএমএনও) এর নিয়ে আজ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মিডিয়ার সকল জেলাস্তরের নোডাল আধিকারিক মিডিয়াতে সঠিক তথ্য প্রদানে সচেষ্ট থাকবেন এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে সর্বদা নজরদারি রাখবেন যাতে করে কোনও ভুল তথ্য সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না করে। কর্মশালায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইউ. জে. মগ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেশন দোকানে ঢুকে পড়ল টিএসআর বাস, চাঞ্চল্য পুলিশ লাইন চত্বরে

উদয়পুর, ১৮ অক্টোবর: আসন্ন দীপাবলি উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারে রাজ্য সরকার টিএসআর (ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস) মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী শনিবার টিএসআর-এর একটি বাহিনীকে নিয়ে আসা হয় উদয়পুর ধ্বজনগর পুলিশ লাইন এলাকায়। কিন্তু সেখানে ঘটল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা যার ফলে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, টিএসআর কর্মী বহনকারী একটি বাস আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে চার নম্বর রেশন দোকানের ভেতর। ওই দোকানের মালিক সমর চন্দ্র দেবনাথ সে সময় দোকানে উপস্থিত না থাকায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। দুর্ঘটনার সময় দোকানটি ছিল বন্ধ, তবে এতে দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান সমর বাবু।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সোর্স মানি কেলেঙ্কারি ও ইঞ্জিনিয়ার আক্রান্তের প্রতিবাদে কৈলাসহরে বিক্ষোভ মিছিল, মন্ত্রীর পদত্যাগ ও গ্রেপ্তারের দাবি সিপিআইএম ছাত্র-যুব সংগঠনের

আগরতল, ১৮ অক্টোবর: সোর্স মানি দুর্নীতির অভিযোগে রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের পদত্যাগের দাবি ও সরকারি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে মারধরের ঘটনায় অভিযুক্ত মন্ত্রীর ভাই সহ অন্যান্য দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ কৈলাসহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে সিপিআই(এম)- এর ছাত্র ও যুব সংগঠন এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই।
এদিন বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, সোর্স মানি বা কমিশনের নামে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে এবং এই দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি মন্ত্রীর যোগসূত্র রয়েছে। অভিযুক্ত মন্ত্রী সুধাংশু দাসের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ছাত্র ও যুব সমাজ বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।
এসএফআই ও ডিওয়াইএফআই নেতৃবৃন্দ জানান, তাঁদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হলেও প্রশাসন যদি অভিযোগগুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে চতুর্থ কিডনি প্রতিস্থাপিত হওয়া রোগীর শারীরিক অবস্থা সন্তোষজনক

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপনের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই চার জনের কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছায় চিকিৎসাক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতির ফলে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা এখন রাজ্যেই সম্ভব হচ্ছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩ বছর বয়সী জনৈক যুবকের কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। এই যুবকের কিডনি দাতা ছিলেন ৪৫ বছর বয়সী যুবকটির মা। এই যুবক কিডনি প্রতিস্থাপনের পর বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তিনি গতকাল জিপিপি হাসপাতালে ফলো আপে আসেন। তাকে
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসকরা দেখেন তার শারীরিক অবস্থা সন্তোষজনক। তাদেরকে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর আনুষঙ্গিক বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম সফলভাবে উক্ত কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন।মণিপুরের শিজা হাসপাতাল এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যৌথ উদ্যোগে সম্পন্ন হওয়া এই কিডনি প্রতিস্থাপন টিমে ছিলেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মানস গোপ, ডাঃ সমরেশ পাল, ডাঃ উদয়ন সাহা, ডাঃ রেশমী দাস এবং শিজা হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট ও ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ডাঃ সমরেন্দ্র পাওনাম, ডাঃ মহারাবাম মাহালে। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় ছিলেন জিবিপি হাসপাতালের কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট ডাঃ মুকুট দেবনাথ, ডাঃ বিজিত লোধ, ডাঃ জীবন দেবনাথ এবং অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ কাজল জি মোমিন, ডাঃ গায়ত্রী এস পিল্লাই, ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ রঞ্জিত রিয়াং, ডাঃ তপন দেববর্মা। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ওটি নার্স, ফ্লোর নার্স এবং ওটি টেকনিশিয়ানরা এই কিডনি
প্রতিস্থাপনে অংশগ্রহণ করেন। ট্রান্সপ্লান্ট কো-অর্ডিনেটর ছিলেন হিমাদ্রি কর এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির সুপারভিশনে ছিলেন সিনিয়র ইনচার্জ নার্সিং অফিসার তপতী চক্রবর্তী। এই প্রতিস্থাপনের পর রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল এবং রোগীর ক্রিয়েটিনিন লেভেল বাড়ার কারণে প্লাজমা ফেরোসিস প্রয়োগ করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে ক্রিয়েটিনিন লেভেল স্বাভাবিক হওয়ায় ১৭ দিন পর গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রোগীকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় হাসপাতাল থেকে
ছুটি দেওয়া হয়। ছুটির সময় রোগীর ক্রিয়েটিনিন লেভেল ছিল মাত্র ০.৯ এমজি/ডিএল। বর্তমানে কিডনি দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক আছে। উল্লেখ্য, এই কিডনি প্রতিস্থাপনটি আয়ুষ্মান কার্ডের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে বিনামূল্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। রোগী ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জনজাতি কল্যাণ এবং সমবায় মন্ত্রী ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযান এবং পিএম জনমন বাস্তবায়ণে ত্রিপুরার তিনটি জাতীয় পুরস্কার

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: ধরতি আবা জনতাগিশর অভিযান ও পিএম জনমন বাস্তবায়নে ত্রিপুরা রাজ্য তিনটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এর মধ্যে ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযানে এবং পিএম জনমন বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা ও উত্তর নিপুরা জেলা পিএম জনমন বাস্তবায়নে শ্রেষ্ঠ জেলা হিসবে পুরস্কার লাভ করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।
সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, ১৭অক্টোবর নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রোপদী মুন্ধ এই পুরস্কার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. গশী কুমার এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রনের হাতে তুলে দেন। ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযানে রাজ্যের সাফল্য আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কর্মসূচিতে ৪০৩৬টি কাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। যাতে ১২.৭নলক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এই ক্যাম্পগুলির মাধ্যমে ৫৫ হাজার ৯৫১টি আধারকার্ড, ৪৩ হাজার ৪২৪টি কাস্ট সার্টিফিকেট, ৩৯ হাজার ৪১৪টি স্থায়ী নিবাস সংশাপত্র এবং ১৬ হাজার ৬০২টি পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ২৭ হাজার ৪৯টি আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মাননিধি যোজনায় ১৫ হাজার ৮৪১ জন প্রধনমন্ত্রী জনধন যোজনায় ১২ হাজার ১০৫ জন এবং প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বিমা যোজনার আমতায় ২৪ হাজার ১৬৩ জন উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও ১৭ হাজার ৭৩ জনকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, ৬ হাজার ৪৯৩ জনকে বনধন যোজনার আমতায় আনা হয়েছে। এছাড়াও পিএম উজ্জ্বলা যোজনায় ৮ হাজার ৮৬৩ জনকে গ্যাস সংযোগ ও ১৫ হাজার ৩২১ জনকে রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে সমবায় মন্ত্রী শুরুচরণ নোয়াতিয়া বলেন, পিএম জনমন প্রকল্পে ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং, জনজাতি গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে রাজ্যে ৬৫ হাজার ৮৪০টি পরিবারকে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার জন্য প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। মোট ১১টি সপ্তর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫২৩কোটি ২৭ লক্ষ টাকা অথ বরাদ্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩২২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এই যোজনায় এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫০-টি পাকা বাড়ির কাজ সম্পন্ন, ১৪১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা, ৩৮ হাজার ১৪ টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ, ১১ হাজার ৬৯২টি পরিবারে বিদ্যুতায়ন, ১০টি মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন, ১৯৮৮টি বহুমুখী কেন্দ্র নির্মাণ, ৩০টি বনধন বিকাশ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রায় ২০৫ কিমি রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, বর্তমান সরকার রাজ্যের উন্নয়ন কর্মসূচিকে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত নিয়ে যেতে কাজ করে চলছে। দলমত নির্বিশেষে যোগা সুবিধাভোগীরা যাতে কোন ধরণের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে নজর দিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. শশী কুমার ও অধিকর্তা সুভাশীষ দাম।

বিলোনিয়ায় নবনির্মিত সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দিরে মা শ্যামার গৃহপ্রবেশ, মহাযজ্ঞ ও মহাপ্রসাদ বিতরণে ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৮ অক্টোবর: বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ারস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা মন্দিরে শনিবার সম্পন্ন হল মা শ্যামার নবনির্মিত মন্দিরে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান। বহু প্রতীক্ষিত এই পূণ্যক্ষণ ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় ভক্তদের মধ্যে ছিল তীব্র উৎসাহ ও ব্যস্ততা। শনিবার সকালেই মা কালী নবনির্মিত মন্দিরে প্রবেশ করেন। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছে রঙ তুলির কাজ ও আলোকসজ্জায়।
এদিন সকালে শঙ্কর মঠের মহারাজদের দ্বারা বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞ আয়োজিত হয়। মহাযজ্ঞে বিপুল সংখ্যক ভক্ত উপস্থিত থেকে পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার আবহ সৃষ্টি করেন।
দুপুর ১টা থেকে ভক্তদের মধ্যে অন্নভোগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে মন্দির কমিটি জানান, ১৯৫৫ সালে কলেজ স্কোয়ার এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রচেষ্টায় একটি ছোট বেড়ার ঘরে মা শ্যামার বিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছিল। এরপর ছোট পরিসরে মন্দির গড়ে উঠলেও, সাত দশকের সাধনা ও ভক্তদের সহযোগিতায় আজ একটি পূর্ণাঙ্গ মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।
মন্দির চত্বরেই নির্মিত হয়েছে বিশালাকৃতি নাটমন্দির। কমিটি সূত্রে জানা গেছে, দীপাবলির পূজায় দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ ও আরও নানা সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
আগামী তিন দিন ধরে চলবে পূজার্চনা, আরাধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দীপাবলির দিন অনুষ্ঠিত হবে শ্যামা পূজা।মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকে এই পবিত্র পূজায় অংশগ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।
মায়ের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে এই পূণ্য অনুষ্ঠানে বিলোনিয়া সহ আশপাশের এলাকার ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ভক্তদের বিশ্বাস,মা শ্যামা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে পাটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী

পাটনা, ১৮ অক্টোবর: আজ নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে বিহারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ"র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা।
এই সাক্ষাৎ চলাকালীন দুইজনের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেন তাঁরা।

জিরানিয়া ফেন্সিডিল

● প্রথম পাতার পর

অনুমান করছে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোহন কৃষাণ জানান, তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মূল চক্রকে গ্রেপ্তার করতে শীঘ্রই আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বাজেয়াপ্তকৃত ফেন্সিডিল ও এসকফ সিরাপের বাজারমূল্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশি।
এই অভিযানকে ঘিরে তেলিয়ামুড়া মহকুমাজুড়ে পুলিশের তৎপরতা এবং নেশা বিরোধী পদক্ষেপের প্রশংসা শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় মহলে গুঞ্জন, মূল মজুদের তুলনায় বাজেয়াপ্ত হওয়া পরিমাণ অনেকটাই কম যা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনিক তৎপরতা এবং গোপন গুদামের অস্তিত্ব ঘিরে।
তেলিয়ামুড়া পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা নেটওয়ার্ককে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ চলছে, এবং এই ধরনের অভিযান আগামীতেও জারি থাকবে।

দুষ্কৃতির বিষে

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন।
তিনি আরও বলেন সব কৃষককেই তাদের জমির নিরাপত্তার জন্য প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা করতে হবে।

এজিএমসিতে নতুন ৪টি পিজি

● প্রথম পাতার পর

রেডিও-ডায়াগনোসিসে ২টি আসন এবং এমডি রেসপিরেটরি মেডিসিনে ২টি আসন। এই পদক্ষেপের ফলে ত্রিপুরায় উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ আরও প্রসারিত হবে এবং পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থাও উপকৃত হবে। উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রসারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করছেন চিকিৎসা মহলের অনেকে।
রাজ্য সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগের তরফে এই অনুমোদনকে ‘গর্বের বিষয়’ হিসেবে বর্ণনা করে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও পিজি কোর্স চালুর জন্য প্রয়াস চালানো হবে।

রেল স্টেশনে পরিচয়হীন

● প্রথম পাতার পর

চলেছে। দেহ উদ্ধারে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা ও যাত্রীরা।
দেহটির পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ জানায়, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয়দের একাংশের দাবি, নিয়মিতভাবে স্টেশন এলাকায় ভবঘুরে ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায় এটি সেই চিত্রেরই এক করুণ পরিণতি হতে পারে।

বিজেপির সুশাসন

● প্রথম পাতার পর

রেহাই নেই এই শাসনে। যে শাসনে শিশুদের প্রাণ যায় বা তারা লালসার শিকার হয়, তা কোনোভাবেই সুশাসন হতে পারে না।
তিনি প্রশাসনের কাছে জোরালোভাবে দাবি করেন অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের আশীর্বাদে রাজ্যবাসী যাতে আনন্দ ও সুস্থতায় একসাথে মিলে মিশে থাকতে পারি এটাই হোক আমাদের সকলের প্রার্থনা"।

শিক্ষকের অভাবে

● প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি প্রশাসনিক কাজেও ব্যাঘাত ঘটছে, কারণ কলেজের অধ্যক্ষকেও ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কলেজে গত তিন দিন ধরে ক্লাস বন্ধ থাকলেও শাসক দলের ছাত্র সংগঠন সহ কোনও বিরোধী ছাত্র সংগঠন এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখ খোলেনি। সবাই নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছেন বলে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষোভ।
কলেজে যিনি একমাত্র শিক্ষক হিসেবে রয়েছেন, তিনি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের আশঙ্কা, আগামী আরও তিন থেকে চারদিন এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে।
উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে ‘তুঘলকি’ আখ্যা দিয়ে শিক্ষার্থীরা কলেজে দ্রুত স্বাভাবিক শিক্ষা পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

বাধারঘাটে সার্বজনীন কালীপূজার আয়োজন

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর : আসন্ন দীপাবলিকে সামনে রেখে উৎসবের আবহে সার্বজনীন কালীপূজার আয়োজন করা হয়েছে বাধারঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন ময়দানে।
সার্বজনীন কালীপূজা কমিটি অর্থাৎ এলাকার স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে দীপাবলি উৎসব ও শ্যামাপূজার দশম বর্ষপূর্তিতে তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
আগামী ১৯ অক্টোবর এই তিনদিন ব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মিনা রানী সরকার, ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন তথা ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি অরিন্দম লোধ, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (আমতলী) পারমিতা পান্ডে, স্থানীয় কর্পোরেটর সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।
তিনদিনের কর্মসূচিতে রয়েছে সংবর্ধনা পর্ব, বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ বেশকিছু উদ্যোগ।
স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উদ্যোগকে সফল করে তোলার জন্য সকল অংশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সার্বজনীন কালীপূজা কমিটি।

জওয়ানের আকস্মিক মৃত্যু !

● প্রথম পাতার পর

সহকর্মীরা দ্রুত তাকে ছেবরি হাসপাতাল নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার সকালে ময়নাতদন্তের পর তাঁর মরদেহ হেডকোয়ার্টারে এনে সহকর্মীরা শেষ শ্রদ্ধা ও সেলামি জানান। পরে বিকেলে মরদেহ নিয়ে আসা হয় ধর্মনগরের রাজবাড়ি এলাকায় তাঁর পৈতৃক বাসভবনে। সেখানে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কান্নায় ভেঙে পড়ে চারদিক।
অবশেষে শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মনগর মহাশ্মশানে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। দুলাল চন্দ্র দেবনাথের এই অকাল প্রয়াণে রাজবাড়ি এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। সহকর্মী থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ সকলেই তাঁর অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

সুপ্রিমকোর্টের রায়ে সংকটে

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষা (টেট) পাস করতে হবে, নতুবা বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে হবে। একইসঙ্গে যেসব শিক্ষক চাকরির পাঁচ বছরের কম সময়ে রয়েছেন তাঁদের পদোন্নতির জন্যও টেট পাশ করা আবশ্যিক করা হয়েছে। এই রায় কার্যকর হলে ২৩ আগস্ট, ২০১০-এর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষক সরাসরি চাকরি হারানোর মুখে পড়বেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে এর ফলস্বরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি শিক্ষক সমাজও চরম উদ্বিগ্ন। সংখ্যালঘু এবং অ-সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে টেট বাধ্যতামূলক কিনা, তা নিয়ে মুম্বই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে ভিন্ন রায় আসায় সুপ্রিম কোর্টে একাধিক দেওয়ানি আপিল হয়। একসাথে সমস্ত মামলার শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট এই ঐতিহাসিক রায় দেয়।
সমিতির দাবি, ত্রিপুরার শিক্ষকদের চাকরি সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে এবং ১ সেপ্টেম্বরের রায়কে তুলে ধরে চাকরি বাতিলের আবেদন জানায়। এর ফলে সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলার শুনানি স্থগিত রাখে। এই অবস্থান কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় বলে সমিতি মত প্রকাশ করেছে। সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে, টিজিটিএ (এইচ বি রোড) আগামী ১৮ অক্টোবর বিকাল ৪টা থেকে ‘শিক্ষাভবন অভিযান’ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। কর্মসূচির মূল দাবি, রাজ্য সরকার যেন অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন দাখিল করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যেন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত করে।তাই সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যেন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে, এই দাবিতে আজ আগরতলা শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলেন বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা।

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রশাসন ও আর্থিক ক্ষমতার জোরে তারা আজ কোনও অপরাধকেই অপরাধ বলে মানছে না।

নেশার কারবারে সরকারি নীরবতা?

কংগ্রেস আরও অভিযোগ করেছে, মাত্র তিনদিন আগে জিরানিয়া রেল স্টেশন থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই ওয়াগন ভর্তি প্রায় দশ কোটি টাকার মাদক দ্রব্য, যা একটি বেসরকারি লজিস্টিক সংস্থার নামে দিল্লি থেকে আমদানি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রতিটি গাছের পাতাও যেখানে স্থানীয় নেতার অনুমতি ছাড়া নড়ে না, সেখানে এমন পরিমাণ মাদক ঢোকা এবং তার পিছনের মূল ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করতে পুলিশের সময় লাগা অযৌক্তিক বলে মনে করছে বিরোধীরা।
রাজ্যজুড়ে ‘ওয়াশিং মেশিন’ সংস্কৃতি, কংগ্রেসের তীব্র কটাক্ষ কংগ্রেসের অভিযোগ, অপরাধীদের রক্ষা করার জন্য রাজ্যে একটি ওয়াশিং মেশিন সংস্কৃতি’ গড়ে উঠেছে, যেখানে সমস্ত দাগী অপরাধী প্রভাবশালীদের ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদে থেকে যাচ্ছে। নারকীয় ঘটনা, আর্থিক দুর্নীতি, এমনকি মন্ত্রিত্ব ধরে রেখে ঘুষ নেওয়ার মতো অপরাধও প্রকাশ্যে স্বীকার করা সত্ত্বেও কোনও বিচার হচ্ছে না বলে অভিযোগ।
সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান
প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, আজ যাঁরা শাসকদলের ভেতরে থেকেও বিবেকবোধে বিশ্বাস করেন, তাঁদের ঘরেও শিশুকন্যা, কিশোরী, মা ও বোন আছেন। এই অপরাধী চক্রের হাত থেকে তাঁরা কতদিন নিরাপদ থাকবেন, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি জমি

● প্রথম পাতার পর

মুহূর্ত ছিল, যেখানে ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তির প্রকৃত প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।"পাকিস্তানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, "যদি ভারত পাকিস্তানকে জন্ম দিতে পারে, তাহলে প্রয়োজনে কী করতে পারে, তা আমি না বললেও আপনারা বুঝতে পারছেন।"প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, "ব্রহ্মোস এখন শুধু একটি অস্ত্র নয়, বরং ভারতের স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির প্রতীক। এটি গতি, নির্ভুলতা ও শক্তির এক অসাধারণ সমন্বয়। ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনার মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে এটি।"
তিনি লখনউকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠার প্রশংসা করেন এবং বলেন, "কয়েক বছর আগেও কেউ ভাবতে পারেনি যে দেশের সবচেয়ে আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি লখনউতে তৈরি হবে। কিন্তু আজ তা বাস্তব।"
প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার ডাক দিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, "দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে স্পেয়ার পার্টসের জন্য আমাদের আর বিদেশের উপর নির্ভর করতে না হয়।"সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, লখনউয়ের সারোজিনী নগরে ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস-এর নতুন ইন্টিগ্রেশন ও টেস্ট ফ্যাসিলিটিতে প্রথম ব্যাচের ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র সফলভাবে উৎপাদিত হয়েছে। এটি উত্তরপ্রদেশ প্রতিরক্ষা শিল্প করিডরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক, মন্ত্রী নন্দ গোপাল গুপ্ত নন্দী সহ একাধিক শীর্ষ আধিকারিক।

২০২৭ বিশ্বকাপে কোহলি-রোহিতের ভবিষ্যৎ কী বলে দিলেন আগরকর, জবাব শামিকেও

অস্ট্রেলিয়া সিরিজেসুযোগ পেলেও দু'বছর পর বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি যে সুযোগ পাবেন তা খনও নিশ্চিত নয়। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অজিত আগরকর। প্রধান নির্বাচক জবাব দিয়েছেন ফিটনেস নিয়ে মহম্মদ শামির তোলার অভিযোগেরও। পাশাপাশি এটাও বলে দিয়েছেন, সবাইকে তুষ্ট করার ক্ষমতা নেই তাঁর।শনিবার 'এনডিটিভি ওয়ার্ল সামিট'- রোহিত বং কোহলি নিয়ে আগরকর বলেছেন, "খন ওরা অস্ট্রেলিয়া সফরে থাকা দলের সদস্য। দু'জনেই অসাধারণ ক্রিকেটার। এই মঞ্চে আলাদা করে কোনও ক্রিকেটারকে নিয়ে কথা বলতে চাই না। আজ থেকে দু'বছর পর পরিস্থিতি কেমন থাকবে তা বলা কঠিন। কে জানে, হয়তো কোনও তরুণ ক্রিকেটার ওদের জায়গা নিয়ে নেবে। দু'জনেই ভাল ক্রিকেটার। তাই প্রত্যেক ম্যাচে ওদের পরীক্ষায় বসানো উচিত নয়। এক বার খেলতে শুরু করলে আমরা সব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখব। শুধু রান নয়, ট্রফি জেতাটাও দরকার। এমন নয় যে অস্ট্রেলিয়ায় তিনটে শতরান করল মানেই ২০২৭ বিশ্বকাপে ওদের জায়গা পাকা হয়ে গেল। পরিস্থিতি বিচার করে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"রঞ্জি ম্যাচ শুরুর আগে শামি বলেছিলেন, "ভারতীয় দল বা নির্বাচকেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। আমার ফিটনেসের কথা জানতে চাননি। আমি তো আর যেচে ফিটনেস নিয়ে ওঁদের বলতে যাব না। এটা আমার কাজ নয়। ওঁদের জানতে হবে। যদি আমি চার দিনের রঞ্জির ম্যাচ খেলতে পারি, তা হলে ৫০ ওভারের ম্যাচ কেন খেলতে পারব না? যদি আমি ফিট না থাকতাম, তা হলে এনসিএ-তে থাকতাম, রঞ্জির দলে থাকতাম না।"এর পরেও রোখা যায়নি শামিকে। বলেছিলেন, "আমি কতটা ফিট সেটা রঞ্জিতেই সকলে দেখতে পাবে। কাউকে জবাব দেওয়ার নেই। এত বছর ভারতের হয়ে খেলেছি। প্রতিটা ম্যাচে নিজের ১০০ শতাংশ দিয়েছি। আশা করেছিলাম, আমার সঙ্গে নির্বাচকেরা কথা বলবেন। কিন্তু কেউ কিছু জানতে চাননি। আমার ফিটনেস না জেনেই আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে।"সেই প্রসঙ্গে আগরকর বলেন, "যদি ও আমাকে প্রশ্নটা করত তা হলে উত্তর দিতে পারতাম। এখানে আমার সামনে থাকলেও উত্তর দিতাম। সমাজমাধ্যমে ও কী বলেছে তা ঠিক জানি না। জানতে পারলে হয়তো ওকে একটা ফোন করব। আমার ফোন সব সময় ক্রিকেটারদের জন্য খোলা থাকে। গত কয়েক মাসে অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাই এখানে অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য করে শিরোনাম দিতে চাই না। এটুকু বলব, ভারতের হয়ে শামি খুব ভাল খেলেছে। যদি কিছু বলে থাকে, সেটা আমাকে বলা উচিত ছিল। ইংল্যান্ড সিরিজের আগেও বলেছি, ও ফিট থাকলে নিশ্চয়ই বিমানের আসনে বসত। দুর্ভাগ্যবশত ফিট ছিল না। ঘরোয়া ক্রিকেটের মরসুম সবে শুরু হয়েছে। আমি যতদূর জানি, ও পুরোপুরি ফিট ছিল না বলেই নেওয়া হয়নি।"ক্রিকেট ছাড়ার পর ধারাভাষ্যকার হিসাবে দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন আগরকর। আইপিএলের দলের হয়েও কাজ করেছেন। নির্বাচক হিসাবে তাঁর কাজ সবচেয়ে কঠিন বলে মনে করেন তিনি। তাই জন্যই জানিয়েছেন, সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না।আগরকরের কথায়, "নির্বাচক হিসাবে আমার কাজ ১৫ জনের দল বেছে নেওয়া। আর কিছু নেই আপনার হাতে। এই মুহূর্তে যে মানের ক্রিকেটার রয়েছে আমাদের দেশে, তাতে ১৫ জন বেছে নেওয়া খুবই কঠিন। অনেক জিনিস আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। খুব কঠিন, পরিশ্রমসাপেক্ষ এবং চাপের কাজ। নির্বাচক হওয়া বড় দায়িত্ব।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে ওয়ান ডে সিরিজ। তিন মাচের ওয়ান ডে সিরিজে দ্বিতীয় মাচ ২৩ অক্টোবর ও তৃতীয় মাচ ২৫ অক্টোবর হতে চলেছে। দিল্লি বিমানবন্দরে শুভমন গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, ধ্রুব জুরেল, যশস্বী জয়সওয়াল, হর্ষিত রানা, কে এল রাহুল, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশ রেড্ডি, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণকে দেখা গিয়েছে। প্রথম ওয়ান ডে মাচে পারথের ওপটাস স্টেডিয়ামে খেলা হবে। সদ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ শেষ হলেও, ভারতীয় দলের জন্য বিশ্রামের জো নেই। সপ্তাহান্তেই আবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে নেমে পড়বে ভারত। সেই সিরিজেই কিন্তু ভারতীয় দলে বিরাট কোহলির কামব্যাক ঘটতে চলেছে। সেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে কোহলিকে শেষবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখা গিয়েছিল। দুই ফর্ম্যাট থেকে অবসর নেওয়ায় ভারতের হয়ে আর ম্যাচ খেলেননি কোহলি। এমনকী আইপিএলের পরে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটই খেলতে দেখা যায়নি তাঁকে। একেবারে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই ফের দেখা যাবে কোহলিকে। আইপিএল শেষের পর দেশ ছেড়েছিলেন বিরাট। নিজের পরিবারের সঙ্গে লন্ডনেই থাকেন "কিং"। সেখানেই বিভিন্ন সময়ে তাঁকে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। কখনও আবার লর্ডসেই ভারতীয় দলের হয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন কোহলি। প্রায় মাস চারেক দেশের বাইরেই রয়েছেন তিনি। তবে শীঘ্রই অজিভূমের উদ্দেশে রওনা দেবে ভারতীয় দল। সেই সফরে টিম ইন্ডিয়ার বাকিদের সঙ্গে রওনা দেওয়ার জন্য দেশে চলে এলেন তিনি।মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর নয়াদিল্লির বিমানবন্দর থেকে কোহলিকে বের হতে দেখা যায়। তাঁর পরনে ছিল কালো শার্ট ও সাদা ট্রাউজার, চোখে চশমা। একেবারে ক্যাজুয়াল লুকে পিঠে ব্যাগ নিয়ে দেখা যায় তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোহলির দেশে ফেরার না না ছবি, ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সমর্থকরা অজিভূমে কোহলির ব্যাটিং দেখার আশা রয়েছেন। ক্রিকেটার হিসাবে আর এক জনের কেরিয়ার তৈরি করে দেওয়া সহজ। নির্বাচক হিসাবে একটা সিদ্ধান্তে অনেকের কেরিয়ার বদলে যেতে পারে, সেটা ভাল হোক বা খারাপ। সবাইকে তুষ্ট করতে পারব না। নিজের সেরা কাজ করাটাই আমার দায়িত্ব।"ঢসতীর্থদের ফেলে রেখে ভারত সফরে চলে আসছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক, কেন এই সিদ্ধান্ত বাভুমার ?ঢচোটের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলতে পারছেন না টেম্বা বাভুমা। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট অধিনায়ক। প্রস্তুতির জন্য সতীর্থদের ফেলে রেখে বেশ কয়েক দিন আগেই ভারতে চলে আসতে পারেন বাভুমা।পায়ের পেশিতে চোটের জন্য খেলতে পারছেন না বাভুমা। গত সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন। তার পর থেকেই মাঠের বাইরে তিনি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বাভুমার চোট সারতে ছয় থেকে আট সপ্তাহ লাগবে। আশা করা হচ্ছে, অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের মধ্যে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন তিনি। সে ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে দু'টি টেস্ট, তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং পাঁচটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজ খেলতে পারবেন তিনি। কঠিন ভারত সফরের আগে বাভুমাকে ম্যাচ অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে চান দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচকেরা। দক্ষিণ আফ্রিকার 'এ' দলের ভারত সফরে আসার কথা রয়েছে অক্টোবরের শেষে। দু'দেশের 'এ' দল দু'টি চার দিনের ম্যাচ খেলবে। ৩০ অক্টোবর থেকে ৯ নভেম্বরের মধ্যে ম্যাচ দু'টি হবে বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের সঙ্গে তিনি ভারতে চলে আসবেন। ৬ থেকে ৯ নভেম্বর দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচটি খেলবেন। তবে 'এ' দলকে নেতৃত্ব দেবেন না বাভুমা। দু'দেশের 'এ' দল রাজকোটে ১৩ থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে তিনটি এক দিনের ম্যাচও খেলবে। সেই সিরিজের দলে অবশ্য বাভুমার নাম নেই।'এ' দলের হয়ে একটি ম্যাচ খেলার পর টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দেবেন অধিনায়ক। উল্লেখ্য, ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৪ নভেম্বর কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে।

সি কে নাইডু ট্রফি মধ্যপ্রদেশের কাছে ৮ উইকেটে হেরে মন্দ শুরু ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা দলের সূচনা পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। মধ্যপ্রদেশের কাছে আট উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরে প্রথম ম্যাচ থেকেই পয়েন্ট খোয়ানো শুরু হয়েছে ত্রিপুরার। ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে মূলতঃ ভুগছে ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা। কেননা প্রথম ইনিংসে ২৮৬ রান সংগ্রহ করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে সেই ত্রিপুরা দল মাত্র ১২৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিক কারণে প্রথম ইনিংসে ১০ রানে পিছিয়ে থাকলেও মধ্যপ্রদেশ শেষ পর্যন্ত ৮ উইকেটে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরা দলের সপ্তজিৎ দাসের ৯৮ রান এবং আনন্দ ভৌমিকের ৬৩ রান উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে দুই ইনিংসে সেন্টু সরকারের যথাক্রমে ৭০ রান ও ৪৭ রান যুক্তিযুক্ত মনে হলেও অন্যদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম ম্যাচ থেকে হারের মুখ দেখতে হয়েছে। চার দিনের ম্যাচ তিনদিনেই শেষ করে মধ্যপ্রদেশ ত্রিপুরা কে আট উইকেটে হারিয়ে পুরো ৬ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। গ্রুপের অন্য খেলায় মহারাষ্ট্র ১০ উইকেট এর ব্যবধানে সৌরাষ্ট্রকে হারিয়ে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে।

অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু এগিয়ে চল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসি এ পরিচালিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট আসরে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলো এগিয়ে চলো সংঘ। শনিবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে এগিয়ে চলো সংঘ মুখোমুখি হয় মর্ডান দলের। এই ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ আট উইকেট এর ব্যবধানে হারিয়ে দিল মর্ডানকে। টসে জয়লাভ করে মর্ডান দল প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এই সিদ্ধান্তটা খুব একটা ফলপ্রসু হয়নি। কেননা মডার্ন শিবির ৩১.১ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৬৮ রান। ব্যাট হাতে মডার্নের পক্ষে সর্বাধিক স্কোর করে অভিজ্ঞান দে ৩২ রান। এছাড়া প্রণদীপ সাহা ১১ বিপ্রজিত রুদ্রপাল ১০ এবং অতিরিক্ত ভরসা যোগায় দশ রানের। বল হাতে এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে অর্ণব দেববর্মা তিনটি এবং দুটি করে উইকেট নেয় রজত সাহা ও বিপ্র চক্রবর্তীরা। একটি করে উইকেটে ভাগ বসায় আয়ুশ মজুমদার, আয়ুশ বণিক এবং দেব প্রতীম ভৌমিক। পাল্টা খেলতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ জয়ের স্কোর দুই উইকেট হারিয়ে হাসিল করে নেয়। তাও মাত্র ১৯.১ ওভার খেলে। বিজয়ী দলের পক্ষে স্নেহাশীষ বণিক ২৭ এবং অর্ণব দেববর্মা ২২ রানে অক্ষত থাকে। অপরদিকে রজত সাহা ৩ এবং সুলতান দলের পক্ষে ১৩ রান সংগ্রহ করে। সুবাদে অনায়াসেই জয় হাসিল করে নিল এগিয়ে চলো সংঘ।

রঞ্জি : প্রথম ম্যাচে সার্ভিসেসের কাছে ইনিংসে পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ইনিংস পরাজয় এড়ানো সম্ভব হলো না ত্রিপুরার। প্রথম ম্যাচেই সার্ভিসেসের কাছে ইনিংস সহ কুড়ি রানে হেরে রঞ্জি ট্রফিতে খারাপ সূচনা হলো ত্রিপুরার। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন থেকেই ত্রিপুরা দলের হাল হকিকত অনেকটা ব্যাকফুটে ছিল। সার্ভিসেসের গড়া ৩৫৯ রানের প্রথম ইনিংস ত্রিপুরা দল পালা করে দুইবারে ২ ইনিংস খেলেও তা অতিক্রম করতে পারিনি। প্রথম ইনিংসে ১৭৬ রান সংগ্রহ করে ফলোঅনে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দল আশা করছিল অন্ততপক্ষে প্রথম ইনিংসের ভুলগুলো শুধরে নিজেরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে যেন আরও ব্যাটিং ব্যর্থতার ছবি ফুটে ওঠে। অন্তিম উইকেটে ব্যাট করতে নেমে অভিজিৎ সরকারের ৩৫ রান এবং ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের ৩১ রান এর সুবাদে ত্রিপুরা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে সার্ভিসেস এর এ পি শর্মার বিধ্বংসী বোলিং ত্রিপুরা দলকে স্বল্প রানে থামিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, রঞ্জি ট্রফি এলিট গ্রুপ সি-তে অন্য খেলায় হরিয়ানা ৯৬ রানের ব্যবধানে রেলওয়েজকে এবং বেঙ্গল আট উইকেট এর ব্যবধানে উত্তরাখণ্ডকে পরাজিত করেছে। আসাম এবং গুজরাটের ম্যাচটি ড্র তে নিষ্পত্তি হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে গুজরাট ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। এদিকে ত্রিপুরাকে ইনিংস সহ হারানোর সুবাদে বোনাস সহ ৭ পয়েন্ট পেয়ে সার্ভিসেস প্রথম ম্যাচের শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে।

অর্পিত, সৌর্য্যের বিষাক্ত বোলিং-এ আরসিসি-র কাছে ধরাশায়ী পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরাজয় দিয়ে ১৩ ক্রিকেটের শুরু করল পোলস্টার ক্লাব। শনিবার পশ্চিম নোয়াবাদী মাঠে পোলস্টার ক্লাব মুখোমুখি হয় এনএসআরসিসির। এই ম্যাচে এনএসআরসিসির খুদেরা ৩৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো পোলস্টারকে। টস জিতে এদিন পোলস্টার ক্লাব প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুযোগটাকে ভালোই ব্যবহার করলো এনএসআরসিসি-র খুদেরা। যদিও পুরো ওভার খেলতে পারেনি এনএসআরসিসি দল। ২৮.২ ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে তারা স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৮২ রান। ব্যাট হাতে আরসিসির পক্ষে দ্বীপ দেব ২৩, কৌশিক ঘোষ উল্লেখযোগ্য ১৫ রান করে। বলে পোলস্টারের পক্ষে সোহাগ সরকার দারুণ বোলিং করে। মাত্র ১৪ রান দিয়ে বিপক্ষের পাঁচটি উইকেট ভাঙ্গে সোহাগ। এছাড়া দুইটি করে উইকেট নেয় আয়ুষ রুদ্র পাল এবং দেবাংকন পাল। পাল্টা খেলতে নেমে পোলস্টার শিবির আরসিসি-র দুইজন বোলার এর বিষাক্ত বোলিং এর কাছেই পুরোপুরি অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করে দেয়। একদিকে অর্পিত চৌধুরী এবং অপরদিকে সৌর্য্য কুমার মালু দুর্দান্ত বোলিং করে। অর্পিত মাত্র চার রান দিয়ে ছয়টি উইকেট ভাঙ্গে পোলষ্টারের। একই ভাবে সৌর্য্য কুমার মালু চার রান দিয়ে তিনটি উইকেট ভাঙ্গে বিপক্ষের। এই দুজনের বিষাক্ত বোলিং এর কাছেই থমকে যায় গোটা পোলস্টার দল। ২৩.৪ ওভার খেলে সব উইকেট হারিয়ে পোলস্টার শিবির শেষ পর্যন্ত স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করতে পারে ৪৯ রান। সুবাদে এই ম্যাচ থেকে এনএসআরসিসি দল ৩৩ রানের ব্যবধানে জয় হাসিল করে নেয়।

অধিনায়ক যথার্থ-এর দুর্দান্ত ইনিংস অনূর্ধ ১৩-তে জয়ী কর্নেল কোচিং সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত শতক অধিনায়ক যথার্থ দে-র। একই সঙ্গে দারুন ব্যাটিং করলেন বিরাট সূত্রধর। এই দুজনের গড়া স্কোরে বিশাল ব্যবধানে হেরে গেল শতদল সংঘ। শনিবার ডক্টর বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে ১৩ ক্রিকেটে কর্নেল বনাম শতদল সংঘের ম্যাচে ঘটলো এই ঘটনা। টসে জয় লাভ করে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাট হাতে কর্নেল এর ব্যাটসম্যানরা দারুন পারফরমেন্স করে। নির্ধারিত ৪০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে কর্নেল এর স্কোর দাঁড়ায় ১৯২। ব্যাট হাতে দলের অধিনায়ক যথার্থ দে ৫৪, দীপ্তনু সরকার ৩৭, রুদ্রবীর রায় ২৫ এবং বিরাট সূত্রধর ৪১ রানে অপরাজিত থাকে। এই বিশাল পরিমাণ স্কোর তারা করতে গিয়ে শতদল সংঘ ৩৩.৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করতে পারে শুধুমাত্র ৭০ রান। দলের পক্ষে আদিত্য দাস ২৪ অর্ঘ্য দাস ১৩ এবং শ্রীমান অতিরিক্ত ২২ রান ই করতে সক্ষম হয়। বল হাতে কর্নেলের পক্ষে দেব ভৌমিক তিনটি এবং দুটি করে উইকেট ভাগ করে নেয় বিরাট সূত্রধর এবং যথার্থ দে-রা।

টিসিএ-র অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট : জয় দিয়ে লীগ সূচনা কর্নেল, অনুরাগী ও প্রগতির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে টিআইটি গ্রাউন্ডের খেলায় ক্রিকেট অনুরাগী ৬৩ রানের ব্যবধানে শতদল সংঘকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ সূচনা করেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ক্রিকেট অনুরাগী ৪৫.৩ ওভারে ১৬১ রানে ইনিংস শেষ করলে জবাবে শতদল সংঘ আটানব্বই রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। শতদল সংঘের অঙ্কিত দাসের ৭১ রানের ইনিংস শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি। ক্রিকেট অনুরাগীর অভিরূপ দাসের ৪১ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিংয়ে শতদলের অভিষেক রায় চৌধুরী ৩২ রানে চারটি এবং রৌনক কর ৩০ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। এদিকে, ক্রিকেট অনুরাগীর রাজদীপ দাস তিনটি উইকেট পেয়েছে ১৮ রানের বিনিময়ে। শতদলের অঙ্কিত দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। অপর খেলায় কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৬৮ রানের ব্যবধানে জি বি প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কর্নেল কোচিং সেন্টার সীমিত ৫০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ২৫৪ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে জিবি প্লে সেন্টার ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যায়। ব্যাটিং এ কর্নেল কোচিং সেন্টারের শুভ্রজিৎ পালের ৭৩ রান, অপরাজিত বৈশ্যর ৩৫ রান এবং জিবি প্লে সেন্টারের অভয় দেবের ৩৯ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে অপরাজিত ১৮ রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।গ্রুপের অপর খেলায় প্রগতি প্লে সেন্টার ছয় রানের ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে প্রগতি প্লে সেন্টার ৩৫.২ ওভারে ১২০ রানে ইনিংস শেষ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাবের ছেলেরা ৩০.৩ ওভার খেলে ১১৪ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। প্রগতির দেবপ্রিয় দে ২৮ রানে ৪টি উইকেট পায়। ব্লাড মাউথের অরীশ মজুমদার ৪৪ রান সংগ্রহ করলেও তিনটি উইকেট সহ অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে প্রগতির আইজ্যাক দেববর্মা পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

পাকিস্তানের হামলায় নিহত ৩ আফগান ক্রিকেটার ! প্রতিবাদে ত্রিদেশীয় সিরিজের দল তুলে নিল বোর্ড, মুখ খুললেন রশিদ

পাকিস্তানের হামলায় নিহত আফগানিস্তানের তিন ক্রিকেটার। এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী নভেম্বরের ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে দল তুলে নিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। সিরিজে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাদের খেলার কথা ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা না-খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার রাতে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। তাতেই তিন জন ক্রিকেটার-সহ মোট আট জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। তিন ক্রিকেটারের নাম এবং ছবি প্রকাশ করেছে বোর্ড। নিহতেরা হলেন কবীর, শিবঘাতুল্লা এবং হারুন।
এসিবি-র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "পাকতিকা প্রদেশের উরগুন জেলার ক্রিকেটারদের উপর কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। তাঁরা শহিদ হয়েছেন। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই ঘটনায় গভীর ভাবে শোকাহত। উরগুন জেলার তিন ক্রিকেটার এবং আরও পাঁচ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। সাত জন জখম। এই ক্রিকেটারেরা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে এর আগে পাকতিকার রাজধানী শারানায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে উরগুনে ফেরার পরেই তাঁদের নিশানা করা হয়।"বোর্ডের তরফে বলা হয়েছে, "আফগানিস্তানের ক্রীড়াজগতে এটা অপূরণীয় ক্ষতি। ওঁদের পরিবারের প্রতি এবং পাকতিকার মানুষের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী নভেম্বরে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যে ত্রিদেশীয় টি২০ সিরিজে খেলার কথা ছিল আফগানিস্তানের, তাতে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগান বোর্ড।"আফগানিস্তানের টি২০ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রশিদ খান সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। লিখেছেন, "পাকিস্তানের হামলায় আফগানিস্তানের নাগরিকদের মৃত্যুতে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। এই হামলায় অনেক মহিলা, শিশুর প্রাণ গিয়েছে। প্রাণ গিয়েছে তরুণ ক্রিকেটারদের, যাঁরা এক দিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ভাবে অসামরিক পরিকাঠামোয় হামলা বর্বরোচিত এবং অনৈতিক। এই ধরনের কাজ মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, একে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়।" বোর্ডের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এর পর রশিদ বলেন, "এতগুলো নিষ্পাপ প্রাণের মৃত্যু হয়েছে। আমি আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই কঠিন সময়ে আমি আমাদের দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি। দেশের মর্যাদা সবচেয়ে আগে।"গত এক সপ্তাহ ধরে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। বুধবার ৪৮ ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করেছিল দুই দেশ। তার মেয়াদ শেষ হয়েছে শুক্রবার। তার পরেই রাতে পাকিস্তান হামলা চালায় বলে অভিযোগ।

শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে উড়িয়ে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আরও কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা, বৃষ্টিতে সাড়ে ৫ ঘণ্টা বন্ধ থাকল ম্যাচ

প্রতিযোগিতার শুরু থেকে কলম্বোয় যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, তার বদল হল না শুক্রবারেও। বৃষ্টির জেরে আর একটু হলেই শ্রীলঙ্কা বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ ভেস্তে যাচ্ছিল। তা পরিত্যক্ত না হলেও, ৫০ ওভারের ম্যাচ কমে দাঁড়াল টি-টোয়েন্টিতে। সেখানে শ্রীলঙ্কাকে একপেশে লড়াইয়ে হারিয়ে সেমিফাইনালের দিকে আরও এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১০ উইকেটে জিতল তারা। আগে ব্যাট করে ২০ ওভারে ১০৫/৭ তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ্য ছিল ১২১। কোনও উইকেট না হারিয়েই জয়ের রান তুলে নেয় তারা। ৫ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। ৩৭ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে তারা। ১২ ওভারে শ্রীলঙ্কার স্কোর যখন ৪৬/২, তখনই বৃষ্টি নামে। মাঠের একাধিক জায়গায় জল জমে যায়। মাঝেমাঝে বৃষ্টি থামলেও পর ক্ষণেই তা শুরু হচ্ছিল। ফলে মাঠকর্মীদের কাজ কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি পুরোপুরি থামার পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে ম্যাচ ফের শুরু করার জায়গায় নিয়ে যান তাঁরা।
ম্যাচ আবার শুরুর পর শ্রীলঙ্কাকে আগ্রাসী হয়ে উঠতেই হত। সেটাই করে তারা। প্রথম বল থেকে চালিয়ে খেলতে থাকে। প্রথম বলেই নোনকুলুলেকা এমলাবাকে ছয় মারেন কাবিশা দিলহারি। শ্রীলঙ্কা আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠার আগেই পর পর দু'বলে দু'উইকেট নিয়ে তাদের মনোবল ভেঙে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।রান নিয়ে গিয়ে আহত হয়ে সাজঘরে ফিরে গিয়েছিলেন বিশমি গুণরত্নে। চতুর্থ উইকেট পড়ার পর তিনি মাঠে ফেরেন। শ্রীলঙ্কার হয়ে শেষ দিকে একাই খেলেন তিনি। পর পর কয়েকটি বাউন্ডারি মেরে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন। তবু ১০৫-এর বেশি তুলতে পারেনি শ্রীলঙ্কা।ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মের কারণে ২০ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ্য দাঁড়ায় ১২১। তারা শুরু থেকেই চালিয়ে খেলতে থাকে। লরা উলভার্ট এবং তাজমিন ব্রিটসের ওপেনিং জুটিই ম্যাচ ছিনিয়ে নেয় শ্রীলঙ্কার হাত থেকে। বিপক্ষের কোনও বোলারকেই দাঁড়াতে দেননি এই দুই প্রোটিয়া ব্যাটার। ৮টি চারের সাহায্যে ৪৭ বলে ৬০ রানে অপরাজিত থাকেন উলভার্ট। ৪টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে ৪২ বলে ৫৫ করে অপরাজিত থাকেন ব্রিটস।

মেয়েদের ফুটবলে সোনালি দৌড় অব্যাহত, অনূর্ধ-১৭ এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন ব্লু টাইগ্রেসদের

ভারতের মেয়েদের ফুটবলে সোনালি দৌড় চলছে। পুরুষদের সিনিয়র দল পারেনি। অনূর্ধ-২৩ দল অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের সিনিয়র দল এশিয়ান কাপের ছাড়পত্র পেয়েছে। এবার সেই পথে মেয়েদের অনূর্ধ ১৭ দলও। উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতে ২১ বছর পর এশিয়ার মঞ্চে প্রবেশাধিকার অর্জন ভারতের মেয়েদের।
অনূর্ধ ১৭ দলের জন্য কাজটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। কারণ লড়াইটা ছিল উজবেকিস্তানের মাটিতে। ব্লু টাইগ্রেসদের অবশ্য ড্র করলেই চলত। তবে সেই লড়াইয়ে প্রথমে পিছিয়েও পড়ে ভারতের মেয়েরা। বিশকেকের ডোলেন ওমুরজাকভ স্টেডিয়ামে ৩৮ মিনিটে উজবেকিস্তানের শাখজোদা আলিখোনোভা গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে একটা বদলই ম্যাচের মোড় বদলে দেয়। থান্ডামণি বাস্কেকে নামাতেই ম্যাচের রাশ চলে আসে জোয়াকিম আলেকজান্ডারসনের দলের হাতে।
৫৫ মিনিটে কার্যত একক প্রচেষ্টায় ভারতকে সমতায় ফেরায় থান্ডামণি। ৬৬ মিনিটে অনুষ্কা কুমারীর গোলের নেপথ্যেও থান্ডামণির অ্যাসিস্ট। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জেতে ভারতের অনূর্ধ ১৭ মহিলা দল। গ্রুপ জি-তে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে ২১ বছর পর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করল ভারত। শেষবার ২০০৫ সালে এশিয়ান কাপে খেলেছিল অনূর্ধ ১৭ দল। তখন অবশ্য ১১টি দল সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করেছিল। আগামী বছর এই টুর্নামেন্ট হবে চিনে।
উল্লেখ্য, ঘরের মাঠে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হেরে এশিয়ান কাপে যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছে সিনিয়র পুরুষ দল। গোলপার্থক্যের জন্য অনূর্ধ-২৩ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার সুযোগ পায়নি ভারত। কিন্তু সঙ্গীতা বাসফোরের গোলে থাইল্যান্ডকে ২-১ হারিয়ে এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতের মহিলা দল। এবার অনূর্ধ-১৭ দলও সেই সাফল্য পেল।

বিহার দুর্দান্ত ফলাফলের সাক্ষী হবে জনগণ চায় উন্নয়ন: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে বিহার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দুর্দান্ত ফলাফলের সাক্ষী হবে, যা মানুষের জমায়েত থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং জনগণ এখানে আর কখনও জঙ্গলরাজ হতে দেবে না। কারণ তারা উন্নয়ন চায়, যা শুধুমাত্র বিজেপিই দিতে পারে। বিহারের রামনগর ও বাগাহা আসনের বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলের লক্ষ্যে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। এই সভায় মানুষের উপস্থিতি নিজেই একথা বলছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিহার বিধানসভায় ২৪৩টি আসন রয়েছে এবং ৬ ও ১১ নভেম্বর দুটি ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ নভেম্বর তারিখে ফলাফল ঘোষণা করা হবে। আমি নিশ্চিত যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের সাথে আছেন এবং আগামী ১৪ নভেম্বর তারিখে কী ঘটতে চলেছে সেটা আগেই বলতে পারি। এই চম্পারনে ৯টি আসন রয়েছে এবং সমস্ত আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়ী হবে। বিহারে এবারের ফলাফল খুব ভালো হবে। মানুষ এখানে খুবই উচ্ছ্বসিত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবাই জানেন যে চম্পারণ জেলায় মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ত্রিপুরাতেও আমরা বিহার দিবস উদযাপন করি। আমাদের রাজ্যে বিহারের অনেক লোক বাস করছেন। আমি বিহারের পাটনায় ৫ বছর কাটিয়েছি ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ। তাই মনে হচ্ছে আমি বাড়িতেই আছি। পাটনায় আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন। বিহার হচ্ছে ভারতের আত্মা, কারণ অনেক প্রতিভা বিহার থেকে উঠে এসেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরা সুন্দরী মা আছেন, সেখান থেকে আশীর্বাদ নিয়ে এখানে এসেছি, যাতে চম্পারণে ৯টি আসনে আমরা জয়লাভ করতে পারি। ত্রিপুরা একসময় সন্ত্রাস ও অশান্ত রাজ্য ছিল। তারপর ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আমরা সিপিএমের শাসন থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। এখন সব সন্ত্রাসবাদীরা আত্মসমর্পণ করেছে এবং ত্রিপুরা সন্ত্রাসবাদ মুক্ত হয়েছে। আর এসব সম্ভব হয়েছে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কারণে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরও জানান যে ত্রিপুরা এখন উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাদের হাইওয়ে, ইন্টারনেট, রেলওয়ে এবং এয়ারওয়ে সহ হিরা মডেল দিয়েছেন। আর বিহারের মানুষ খুবই অভিজ্ঞ। বিহারের কৃষকরাও কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে উপকৃত হচ্ছেন। বিহার গত কয়েক বছরে ব্যাপক উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে এবং এই উন্নয়ন আগামী দিনেও অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে বিকশিত ভারত করার লক্ষ্যে কাজ করছি এবং এক্ষেত্রে বিহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা জানি লালুপ্রসাদ যাদবের সময়ে বিহারে জঙ্গল রাজ কায়েম ছিল। কিন্তু এখন বিহার সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। জনগণ তাকে আর মেনে নেবেন না। উন্নয়নের নিশ্চয়তা একমাত্র বিজেপিই দিতে পারে। বিহারকে উন্নয়নের দিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বিজেপি বিধায়ক প্রার্থীদের সকাল সকাল গিয়ে ভোট দিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে ডিসেম্বরেই জাতীয় নির্বাচনের সূচি ঘোষণা

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ১৮ অক্টোবর: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধেই ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।

শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) বরিশালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সাধারণ নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে।

সিইসি জানান, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ চলমান বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। তিনি বলেন, "যদি বিচার নির্বাচনের আগে শেষ হয়, তাহলে পরিস্থিতি অনুযায়ী তা পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।"

পড়ুয়াদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি)-র নির্বাচনী প্রতীক 'শাপলা' বরাদ্দের দাবির বিষয়ে তিনি বলেন, "দলটি নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত নয়। তাই প্রতীক বরাদ্দ দেওয়ার কোনও

শ্রী শ্রী শ্যামা পূজায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: রক্তদান মহৎ দান। শনিবার সুরমা এলাকার লালছড়ির গীতাঞ্জলি ক্লাবের উদ্যোগে ৪৬ তম শ্রী শ্রী শ্যামা পূজায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সুরমা বিধানসভার লালছড়ি স্থিত গীতাঞ্জলি ক্লাব প্রাঙ্গণে যেন উৎসবের আবহের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ৪৬ তম শ্রী শ্রী শ্যামা পূজা উপলক্ষে এক রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির। যেখানে "রক্তদান মহৎ দান", এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে বহু স্বেচ্ছাসেবক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

ক্লাব সদস্যদের কথায়, এই বছর তাঁরা হাতে নিয়েছেন একাধিক সামাজিক কর্মসূচি - বস্ত্রদান অনুষ্ঠান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ আরও নানা সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির, কমলপুর ব্লাড ব্যাঙ্কের সভাপতি অর্জুন দেব সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উল্লেখ্য আজকের এই রক্তদান শিবিরে ৩০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েছে দুই শতাধিক মানুষ।

স্কুলের মেরামতের কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: মান্দাই ব্লকের অন্তর্গত ইন্সপেক্টর অফ স্কুল মন্দাইয়ের অধীন মনটি গার্লস রেসিডেন্টাল ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুলের মেরামতের কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন যান শনিবার ১১ মান্দাই বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা।

উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথা মান্দাই ব্লক প্রেসিডেন্ট টনি দেববর্মা,সহ অন্যান্যরা।এই সময় অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং মেরামতের এই খামখেয়ালিপনা দেখে ক্ষুব্ধ বিধায়িকা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কারণ কে কাজ করিয়েছে, কোন দপ্তর, ব্লক, আই.এস, কোন ঠিকাদার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কিছুই জানেনা বলে জানান সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে। যে ভাবে মেরামতের কথা হয়েছিল তা কিছুই হয়নি, বৃষ্টি এলে ক্লাস রুমে জল পরে, টয়লেটের মেরামতের কাজ করা হয়নি। ক্ষুব্ধ বিধায়িকা বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজ পুনরায় সঠিক ভাবে করার আদেশ দেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, সব ফ্লাইট স্থগিত

লতিফুর রহমান, ঢাকা, ১৮ অক্টোবর: ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (এইচএসআইএ) কার্গো টার্মিনালে শনিবার বিকেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিমান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। একাধিক আন্তর্জাতিক ফ্লাইট অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়। দমকল বিভাগ জানায়, বিকেল ২টা ১৫ মিনিটের দিকে কার্গো ভিলেজ এলাকায় আগুন লাগে, যেখানে আমদানি করা পণ্য মজুত থাকে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দমকলের ৩৬টি ইউনিটসহ বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর দুটি প্লাটুন অংশ নেয়।

দমকল কর্তা তলহা বিন জাসিম বলেন, "আগুনের তীব্রতা অনেক বেশি। প্রথমে ১৬টি ইউনিট কাজ শুরু করে, পরে আরও ১৬টি ইউনিট যোগ দেয়।" বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাকিব সামাদ এক অডিও বার্তায় বলেন, "আমাদের দমকল ও বিমান বাহিনী কাজ করছে। দয়া করে বারবার ফোন করে তাদের মনোযোগ বিভ্রান্ত করবেন না।"

বিকেল ৫টার মধ্যে আগুন আংশিক নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানান বিমানবন্দরের মুখপাত্র ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মাসুদ। তবে কার্গো ভিলেজ থেকে তখনও ঘন ধোঁয়া উঠতে থাকে।

কমপক্ষে পাঁচটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট দুটি বাংলাদেশ বিমানের। দুটি ইউএস-বাংলা এবং একটি ইন্ডিগোবিকল্প গন্তব্যে পাঠানো হয়। বিমানের একটি রিয়াদ-ঢাকা ফ্লাইট ৩৯৬ যাত্রীসহ সিলেটে নামানো হয়। ইন্ডিগো দিল্লি-ঢাকা ফ্লাইটটি কলকাতায় অবতরণ করে। বিমানবন্দরের এক মুখপাত্র জানান, "আমাদের সব বিমান নিরাপদে অবতরণ করেছে। পরিস্থিতির আপডেট সময়মতো জানানো হবে।"

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) জানায়, "সমন্বিত প্রচেষ্টায় আগুন বেশিরভাগটাই নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।"

আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে, রাসায়নিক মজুত থাকা একটি অংশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়।

গত চার দিনের মধ্যে এটি বাংলাদেশের তৃতীয় বড় অগ্নিকাণ্ড। এর আগে রাজধানীর মিরপুর এবং চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) দুটি বড় আগুনের ঘটনা ঘটে।

এদিকে, রোমে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ও ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাত্তেও পিয়ান্তেদোসি-র বৈঠকে ইতালি বাংলাদেশকে অগ্নি তদন্ত ও প্রতিরোধ বিষয়ে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। পাশাপাশি মানবপাচার, অর্থপাচার ও অনিয়মিত অভিবাসন দমনেও সহযোগিতার অঙ্গীকার জানায়। দুই দেশ গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় জোরদার, মানবপাচারবিরোধী যৌথ টাস্কফোর্স গঠন এবং আর্থিক অপরাধ মোকাবিলায় এমএলএটি ও প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে একমত হয়।

বিমানবন্দর অগ্নিকাণ্ডে ২৫ নিরাপত্তা কর্মী আহত: বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির ২৫ সদস্য আহত হয়েছেন বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আগুন নেভানোর সময়।

আনসার (উত্তর অঞ্চল)-এর কমান্ডার মোহাম্মদ গোলাম মাওলা তুহিন বলেন, "এ পর্যন্ত ২৫ জন সদস্য ডিউটিরত অবস্থায় আহত হয়েছেন। তাঁদের সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, সদস্যরা আগুনের প্রাথমিক অবস্থায় তা টের পেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানান এবং ঝুঁকি সত্ত্বেও আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। আনসার ও ভিডিপি-র উপপরিচালক মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান জানান, প্রায় ১,০০০ আনসার সদস্য উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান বলেন, "আমাদের হাসপাতালে আটজনকে আনা হয়েছে। কারও দেহে দগ্ধের চিহ্ন নেই। অতিরিক্ত তাপ ও ধাক্কাধাক্কিতে সামান্য আঘাত পেয়েছেন, সবাই স্থিতিশীল আছেন।" সেনা ও বিমানবাহিনীর সদস্যরাও অভিযানে অংশ নেন। আনসার ও ভিডিপি কর্তৃপক্ষ আহতদের চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচন ২০২৫: ভোটের দিনে সবেতন ছুটি ঘোষণা

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: ভারতের নির্বাচন কমিশন ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন এবং ৮টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করেছে। বিহারে ভোটগ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে- প্রথম দফার জন্য ৬ নভেম্বর, ২০২৫ (বৃহস্পতিবার) এবং দ্বিতীয় দফার জন্য ১১ নভেম্বর, ২০২৫ (মঙ্গলবার)। এছাড়াও, সকল ৮টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনও ১১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখেই অনুষ্ঠিত হবে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ১৩৫(বি) অনুযায়ী, যে কোনও ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য সংস্থায় নিযুক্ত এবং লোকসভা বা কোনও রাজ্য। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্য প্রত্যেক কর্মচারিকে ভোটগ্রহণের দিনে সবেতন ছুটি প্রদান করতে হবে। এই সবেতন ছুটির জন্য কর্মচারির বেতন কাটা যাবে না। যে কোনও নিয়োগকর্তা এই বিধান লঙ্ঘন করলে তাঁকে জরিমানার মুখোমুখি হতে হবে। দৈনিক মজুরিভিত্তিক ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকেরাও ভোটগ্রহণের দিনে সবেতন ছুটির অধিকারী হবেন। কমিশন আরও স্পষ্ট করেছে যে, যেসব ভোটার (দৈনিক বা চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকসহ) তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে অবস্থিত কোনও শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, কিন্তু যাঁরা এমন কোনও আসনের ভোটার যেখানে ভোটগ্রহণ হচ্ছে, তাঁরাও ভোটদানের জন্য ভোটের দিনে সবেতন ছুটি পাবেন। কমিশন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে যাতে এই বিধানগুলি কঠোরভাবে মেনে চলা হয় এবং প্রত্যেক ভোটার যেন নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। রাজ্য নির্বাচন দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

দীপাবলি, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মূর্তিপাড়া

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: আর মাত্র দু'দিন, তারপরই আলোর উৎসব দীপাবলি। উৎসবকে সামনে রেখে আগরতলা শহরে এখন সাজসজ্জার ব্যস্ততা তুঙ্গে। শহরের বিভিন্ন বাজার, বিপণি ও আবাসিক এলাকাগুলো ইতিমধ্যেই রঙিন আলোয় ঝলমল করছে।

শহরের মূর্তিপাড়ায় চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। প্রতিমাশিল্পীরা দিন-রাত এক করে দিচ্ছেন শেষ তুলির টান। বিভিন্ন আকৃতির লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্তি তৈরি হয়ে উঠছে পুজোর উপযোগী করে। অনেকে ইতিমধ্যেই মূর্তি বুকিং করে গিয়েছেন, এখন চলছে ডেলিভারির প্রস্তুতি।

শিল্পীরা জানান, চাহিদা অনুযায়ী এ বছর বেশ কিছু নতুন ডিজাইনের মূর্তি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি দামেও কিছুটা পার্থক্য এসেছে আগের বছরের তুলনায়।আতশবাজি, মোমবাতি, মাটির প্রদীপ, আলোকসজ্জা সবকিছুর কেনাকাটায় ব্যস্ত শহরবাসী।

চুরি, কবিরাজ টিলায় চাঞ্চল্য আটক এক

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন কবিরাজ টিলা এলাকায় চাঞ্চল্যকর এক চুরির ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গেছে স্থানীয় মহলে। জানা গেছে, একই বাড়িতে ভাড়া থাকত দুইটি পৃথক পরিবার। সেই বাড়িরই এক ভাড়াটিয়া পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে অপর ভাড়াটিয়া পরিবারের ঘর থেকে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা চুরির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগকারী জহর নম-এর পরিবারের ঘর থেকে চুরি হয়েছে মোট আট ভরি সোনা ও ৬০ হাজার টাকা নগদ। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহের তীর যায় অপর ভাড়াটিয়া পরিবার, বিশেষত পাপাই নম নামক এক ব্যক্তির দিকে। সন্ধ্যার সময় জহর নম চুরির ঘটনা টের পান এবং নিজের উদ্যোগে পাপাই নম-কে আটক করেন। জিজ্ঞাসাবাদের পর পাপাই নম নিজেই টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করে নেয়, যদিও স্বর্ণালংকার বিষয়ে তার বক্তব্য অস্পষ্ট।

গন্ডাছড়ায় নিখোঁজ কাঠমিস্ত্রি, প্রশাসনের নীরবতায় আমরা বাঙালির চরম ক্ষোভ

গন্ডাছড়া, ১৮ অক্টোবর: ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার হরিপুর গ্রামের ১২ ঘাট এলাকার বাসিন্দা ও পেশায় কাঠমিস্ত্রি সূর্য্য মোহন দাস গত ৯ অক্টোবর কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে নিখোঁজ। এখনও পর্যন্ত তার কোনও খোঁজ মেলেনি। পরিবার থেকে স্থানীয় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হলেও, অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের তৎপরতা বা তদন্তের অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। সূর্য্য মোহন দাসের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় স্থানীয় বাঙালি মহলে চরম উদ্বেগ এবং ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই আমরা বাঙালি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এবং অবিলম্বে সূর্য্য মোহন দাসের সন্ধানে দ্রুত তদন্ত শুরু করার দাবি জানিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গন্ডাছড়ায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন এবং গত বছরের এক জনজাতি অংশের মানুষের মৃত্যুকে ঘিরে যে ভয়াবহ দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই স্মৃতি এখনো টাটকা।

২০২৩ সালের ১২ জুলাই শত শত বাঙালিদের বাড়িঘর, দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, লুটপাট চলে গবাদি পশু থেকে শুরু করে ঘরের জিনিসপত্র পর্যন্ত। বহু মানুষ আজও সেই ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি।

সূ মোহন দাসের পরিবারের দাবি, নিখোঁজ ডায়েরি করার পর এতদিন পেরিয়ে গেলেও থানার পক্ষ থেকে কোনো আশ্বাস বা অগ্রগতি জানানো হয়নি। গন্ডাছড়ার মতো ছোট এলাকায় এতদিনেও কোনও তথ্য উঠে না আসা অত্যন্ত দুঃখজনক ও সন্দেহজনক।

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসন কি ইচ্ছাকৃতভাবে নীরবতা পালন করছে? রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব কি তদন্তে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? আমরা বাঙালি বক্তব্য, যে জাতি দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করেছে, আজ সেই বাঙালি জাতিই বারবার অবহেলিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলেও মাথা নত করেনি এই জাতি, আজ তাদের নেতারা দিল্লির রাজনীতিকদের মন রক্ষা করতেই ব্যস্ত।

তাদের দাবি, বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে এক সময় ত্রিপুরায় গণআন্দোলন গড়ে তোলা গেলেও গন্ডাছড়ার বাঙালিদের উপর আক্রমণের সময় কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও শাসকদলের নেতা ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ পৌঁছাননি। মাসখানেক পরে কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও আসল দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

আমরা বাঙালির তরফ থেকে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে সূর্য্য মোহন দাসের ঘটনার তদন্ত ও রহস্য উন্মোচনের দাবি জানাচ্ছি। শুধু নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে বের করাই নয়, যারা এই ঘটনার পেছনে রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন।

এই ঘটনার পেছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে স্থানীয় মহল।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এসএফআই-এর প্রতিবাদ মিছিল ও সভা

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড পরীক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ রাজপথে নামল এসএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এদিন ছাত্র যুব ভবনের সামনে থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এসে এক প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে শেষ হয়।

সম্প্রতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মোট ১৬টি ক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধির ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বর্ধিত ব্যয় সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করবে বলেই মত আন্দোলনকারীদের। প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন এসএফআই-এর রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বরা। তারা অভিযোগ করেন, বর্তমান রাজ্য সরকার মানুষের আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা না করেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকরণের পথে ঠেলে দিচ্ছে।ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অধিকার হরণ করার চক্রান্ত চলছে, এমনই অভিযোগ তোলে ছাত্র নেতারা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসএফআই নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই উচ্চশিক্ষা থেকে ছিটকে পড়ছে। এর ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া এক ধরনের শিক্ষা-বিরোধী মনোভাবের প্রতিফলন।

ধনতেরস উপলক্ষ্যে রাজধানীর জুয়েলারিগুলোতে উপচে পড়া ভিড়

আগরতলা, ১৮ অক্টোবর: আজ ধনতেরস। সেই উপলক্ষে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন স্বর্ণালংকারের দোকানগুলোতে উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। ধনতেরাসে অনেকেই সোনার জিনিস ক্রয় করেন। এই প্রথাটি স্বাস্থ্য ও সম্পদের দেবতা ভগবান ধন্বন্তরির সাথে যুক্ত। স্বর্ণ ক্রয়ের বিষয়টি আসন্ন বছরের জন্য আশীর্বাদ পাওয়ার একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত।

ধনতেরসের সঙ্গে যুক্ত একটি বিশ্বাস রয়েছে যে ধনত্রয়োদশীর দিনে যে কোনও ধরণের ধাতু ক্রয় করা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়। সোনাকে দেবী লক্ষ্মীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখা হয়। ধনতেরসে সোনা কেনা বাড়িতে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, লক্ষ্মী যাতে স্থায়ীভাবে বাস করে তা নিশ্চিত করে।

রাজধানী আগরতলার বেশ কিছু জুয়েলারিতে জনগণ স্বর্ণ কেনার জন্য ভিড় জমিয়েছেন। তাছাড়া ধনতেরাস উপলক্ষ্যে গহনার মজুরিতেও ছাড় রয়েছে বলে অনেকেই এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না। স্বর্ণালঙ্কারের দোকানগুলোর বাইরে পছন্দ মত স্বর্ণের জিনিস ক্রয় করে বের হয়ে আসা ক্রেতাদের মধ্যে এক আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas